গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬১ বর্ষ ২৫ সংখ্যা ৬ - ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

চুপিসাড়ে রেলে পণ্যমাশুল বৃদ্ধি

কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিবাদ

বাজেট পেশের সামান্য আগে, পার্লামেন্টকে এড়িয়ে অর্ডিন্যান্স জারি করে, কেন্দ্রের রেলমন্ত্রী যেভাবে চুপিসাড়ে সিমেন্ট, কয়লা, খাদ্যদ্রব্য, আটা, ডাল, সার প্রভৃতি পণ্যের রেলমাশুল ৮.৩৩ শতাংশ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছেন, ৩১ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে এর তীব্র বিরোধিতা করেছেন এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী।

তিনি বলেন, বাড়তি মাশুল দামের সঙ্গে যুক্ত করে তা সাধারণ মানুষের ওপরই চাপানো হবে এবং এর ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম আরও বাড়বে। কংগ্রেস নেতৃত্বে পরিচালিত ইউ পি এ সরকারের এই পদক্ষেপকে 'অপরাধ' বলে চিহ্নিত করে তিনি বলেন— বহু টালবাহানার পর জনমতের চাপে দেশের বাজারে জ্বালানি তেলের দাম সামান্য যেটুকু তারা কমাতে বাধ্য হয়েছে, তার ফলে খুচরা বাজারে দাম খানিকটা কমার কথা। কিন্তু তার সুযোগ থেকেও জনগণকে বঞ্চিত করতে পরিবহন মাশুল বাড়িয়ে তারা পরিকল্পিতভাবেই জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে। কমরেড নীহার মুখার্জী বলেন, বিশ্বপুঁজিবাদী আর্থিক সংকটের আঘাতে মানুষ

দুয়ের পাতায় দেখুন

বিষ্ণুপুর পশ্চিম কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থীকে জয়ী করার আহ্বান

এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৩০ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বিষ্ণুপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকে সর্বতোভাবে সমর্থন ও সাহায্য করার কথা ঘোষণা করে ঐ দলের প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়ী করার জন্য বিষ্ণুপুরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

'দাবি মানো, না হয় গুলি করো'

৯ মার্চ কলকাতার রাজপথে আওয়াজ তুলবে লক্ষাধিক গ্রামীণ মানুষ

এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৭ জানুয়ারি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন,

আগামী ৯ মার্চ আমাদের কৃষক সংগঠন অল ইন্ডিয়া কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের ডাকে কলকাতায় লক্ষাধিক গ্রামীণ মানুষের লাগাতার অবস্থান শুরু হবে। আমাদের দাবি, সস্তা দরে নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য, সার-বীজ-কীটনাশক-ডিজেল-জল কৃষকদের দিতে হবে, ফসলের ন্যায্য দাম দিতে হবে, খুচরো ব্যবসায় ও গ্রামীণ জীবনে বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে, চাষের জমি ধ্বংস করা চলবে না, ১০০ দিনের কাজ চালু করতে হবে, নতুবা ১০০ দিনের মজুরি দিতে হবে, সকলকে উপযুক্ত শিক্ষা ও চিকিৎসা দিতে হবে, পুলিশি অত্যাচার ও নারীপাচার বন্ধ করতে হবে। ওই দিন কৃষকরা আওয়াজ তুলবে — 'হয় দাবি মানো, না হয় আমাদের গুলি করে মারো।' এই অবস্থানকে সফল করার জন্য আমরা রাজ্যের সকল স্তরের সাধারণ মানুষের সাহায্য ও সমর্থন চাইছি।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, ২৫ জানুয়ারি পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনগণের কমিটির সংগঠক নির্মল সরদারকে দুষ্কৃতীরা তুলে নিয়ে গিয়ে নৃশংসভাবে খুন করে এবং অপর সংগঠক হিমাংশু মাহাতোকে গুরুতর জখম অবস্থায় ফেলে রেখে যায়। এইভাবে সিপিএম নেতৃত্ব পুলিশের সাহায্যে আন্দোলনকারীদের খুন-জখমের রাস্তা নিয়েছে। লালগড়ের আদিবাসী-সাধারণ মানুষের আন্দোলনে আমরা প্রথম থেকেই ছিলাম, এখনও আছি এবং জনগণের কমিটিকে আমরা সর্বতোভাবে সাহায্য করে যাব। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে আজ তিনটি জেলা — বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুরের অধিকাংশ স্থানেই ধর্মঘট সফল হয়েছে। আমরা দাবি করছি, হত্যাকারীদের গ্রেফতার করে শাস্তি দিতে হবে, নিহতের পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং জনগণের কমিটির দাবিগুলি সরকারকে মানতে হবে। লালগড় থেকে অত্যাচারী পুলিশ ক্যাম্পগুলি তুলে নিতে হবে। যাঁদের নির্বিচারে গ্রেফতার করে মামলা দিয়ে ফেলে রাখা হয়েছে এবং এই অজুহাতে নানাভাবে হয়রানি ও অত্যাচার করা হচ্ছে, আমরা দাবি করছি, তাঁদের

ছয়ের পাতায় দেখুন

পেট্রল-ডিজেলের দাম নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের প্রতারণা

কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রল-ডিজেলের দাম আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কমাল না। আবার কেন্দ্র সামান্য হলেও যতটুকু কমালো, রাজ্য সরকার বিক্রয়কর ৫ শতাংশ বাড়িয়ে তার সামান্য রেহাইটুকুও সাধারণ মানুষকে পেতে দিল না।

২৯ জানুয়ারি ধর্মতলায় এস ইউ সি আই-এর ডাকে মহিলাদের বিক্ষোভ

আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ৭৭ শতাংশ কমেছে। এস ইউ সি আইয়ের দাবি — ভারতে তেলের দাম এই হারে কমাতে হবে। এই হারে দাম কমানো হলে এক লিটার পেট্রলের দাম হয় ১৩ টাকা, ডিজেলের দাম ৯ টাকা, কেরোসিনের দাম ২.৫০ টাকা এবং রান্নার গ্যাসের দাম সিলিন্ডার প্রতি ১০০ টাকা। এই হারে দাম কমানোর জন্য গত কয়েকমাস ধরে এস ইউ সি আই প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে বিক্ষোভ, ডেপুটেশন, আইনঅমান্য প্রভৃতি আন্দোলন ধারাবাহিকভাবে চালিয়েছে। তবুও কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার জনগণের এই গুরুত্বপূর্ণ দাবির প্রতি কর্ণপাত করেনি। যতদিন সম্ভব চড়া দর রেখে সরকারি তহবিল পূর্ণ করা ও বেসরকারি মালিকদের পকেট ভরানোই ছিল তাদের লক্ষ্য। তারপর ভোটের আগে সামান্য লোকদেখানো দাম কমিয়ে ভোটে বাজিমাৎ করবে — এই সঙ্কীর্ণ মানসিকতা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রোপণ্যের উপর চড়া দাম রেখেই দেয়

ছয়ের পাতায় দেখুন

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের ডাক বেইরুট আন্তর্জাতিক সম্মেলনে

আরব ভূখণ্ড গাজায় মার্কিন মদতপুষ্ট ইজরায়েলি সেনার লাগাতার আক্রমণে যখন প্যালেস্তিনীয় জনগণের ঘরবাড়ি জ্বলছে, গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, নিহত হচ্ছে অসংখ্য মানুষ, আবার এর বিরুদ্ধে গৌরবময় প্রতিরোধ সংগ্রামও গড়ে উঠেছে, ঠিক তখনই বেইরুটে অনুষ্ঠিত হল আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সম্মেলন, যা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে একটি অগ্রবর্তী পদক্ষেপ সূচিত করেছে।

এই সম্মেলনের নাম দেওয়া হয়েছিল 'বেইরুট ইন্টারন্যাশনাল ফোরাম ফর রেজিস্ট্যান্স, অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিজম, সলিডারিটি বিটুইন পিপলস অ্যান্ড অল্টারনেটিভস'। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ের মধ্য থেকেই 'বিকল্প বিশ্বের' ভাবনাও এই সম্মেলন তুলে ধরতে চেয়েছে। পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন তথা নয়া উদার আর্থিক নীতির বিকল্প পথের সন্ধান করা ছিল এর লক্ষ্য। ১৬-১৮ জানুয়ারি প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যারাত পর্যন্ত বেইরুট শহরের ইউনেসকো হলে নানা ভাগে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৬০ টি দেশ থেকে ৪৫০ জন প্রতিনিধি এতে অংশ নেন। ভারত থেকে কমরেড মানিক মুখার্জী ও কমরেড রণজিৎ ধরের নেতৃত্বে ৭ জনের এক প্রতিনিধিদল সম্মেলনে অংশ নেয়।

উল্লেখ্য যে, এই সম্মেলন করার জন্য

চারের পাতায় দেখুন

বেইরুট সম্মেলনের মূল মঞ্চ →

মাস্টারদার আত্মবলিদানের ৭৫ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বারাসতে সভা

১২ জানুয়ারি অগ্নিযুগের বীর শহীদ মাস্টারদা সূর্য সেনের আত্মবলিদানের ৭৫ বর্ষ পূর্তিযথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদ্‌যাপিত হয় উত্তর ২৪ পরগণার বারাসতের সুভাষ ইনস্টিটিউট সভাঘরে। সাহিত্য ত্রৈমাসিক 'প্রমিথিউসের পথে'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন মাস্টারদার অনুগামী এবং চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একমাত্র জীবিত সেনানী বাংলাদেশের চট্টগ্রাম নিবাসী বিনোদবিহারী চৌধুরী।

অন্যতম আমন্ত্রিত বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বামপন্থী আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এস ইউ সি আই-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ।

অমর শহীদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের পর স্বাগত ভাষণ দেন 'প্রমিথিউসের পথে'র সম্পাদক এবং জেলার গণআন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী শঙ্কর ঘোষ।

মাস্টারদার স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী বিনোদবাবু বিপ্লবী দল গঠন, পরিচালনা এবং বিপ্লবী সহযোদ্ধাদের প্রতি মাস্টারদার প্রগাঢ় স্নেহ ও ভালোবাসার উল্লেখ করেন। যে কোনও মূল্যে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে দেশের মুক্তিই ছিল তাঁর একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। মাস্টারদার সঙ্গে একই কারাগারে থাকার কিছু স্মৃতিচারণাও তিনি করেন। তিনি উপস্থিত যুবসম্প্রদায়ের প্রতি আবেগমথিত কণ্ঠে মাস্টারদার মতো বিপ্লবীরা যে শোষণহীন-অত্যাচারহীন সমাজের স্বপ্ন দেখতেন, তাঁদের সেই অপূরিত কাজকে সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। নিরানব্বই বছরের প্রবীণ এই বিপ্লবীর উদাত্ত আহ্বান সকলকে গভীরভাবে নাড়া দেয়।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, 'শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী বিনোদবাবুরা লড়াই করেছেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, আর আমরা সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে বুকে নিয়ে এ যুগে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার জন্য সংগ্রাম করছি। দুটো যুগ আলাদা, শত্রু আলাদা, লড়াইয়ের কলাকৌশল ও চরিত্র আলাদা। কিন্তু দুইয়ের মধ্যে রয়েছে গভীর সংযোগ। তাই আমাদের মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ বলতেন, তোমরা যদি অতীতের এই সব মহান বিপ্লবীদের চরিত্র ও জীবন থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে নিজেদের উন্নত করতে না পার, তবে এ যুগে তোমাদের উপর অর্পিত মহান দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। তাই আমরা ক্ষুদিরাম, প্রীতিলতা, ভগৎ সিং, নেতাজি, মাস্টারদার জীবন এত গুরুত্ব দিয়ে চর্চা করি, অনুধাবন করতে চাই।

তিনি বলেন, মাস্টারদা এবং তাঁর অনুগামীদের কর্মকাণ্ডকে কেউ কেউ 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' অথবা 'চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ' বলে আখ্যা দিলেও প্রকৃতপক্ষে সেটা ছিল একটি বিপ্লবী কর্মকাণ্ড, ইংরেজ শাসনের অবসানের জন্য প্রকৃত অর্থেই বিপ্লব সংগঠিত করার একটি প্রচেষ্টা। তিনি দেখান, সেই ঘটনার পর পর্যায়ক্রমে যে সব ঘটনা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটতে থাকে, তা সবই মাস্টারদার ঐ বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতাতেই ঘটেছে। নৌবিদ্রোহ, আজাদ হিন্দ বাহিনীর দিল্লি অভিযান এ সবই ব্রিটিশ শাসকদের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। সত্যিকারের ইতিহাস লেখা হলে এটাই লেখা হবে যে, গান্ধিজীর আপসকামী অহিংস আন্দোলনের কারণে নয়, ব্রিটিশরা ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে আপসহীন ধারার অনুসারী সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামের কারণেই। তিনি আরও বলেন, স্বাধীনতার লড়াই-এ মেয়েরাও যে জীবন দেবার জন্য প্রস্তুত, এটা তিনিই প্রথম বুঝেছিলেন বলে প্রীতিলতাকে তাঁর বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। মুসলিম যুবকদেরও তিনি এই সংগ্রামে যুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সর্বশেষে তিনি সমবেত মানুষের কাছে আবেদন জানান, শুধু স্মরণ করে বা ছবিতে মাল্যদান করেই যেন আমাদের কর্তব্য শেষ না হয়। যেখানেই অন্যায়, অত্যাচার, সেখানেই যেন প্রতিবাদ করতে পারি, প্রতিরোধ করতে পারি, উন্নত রুচি-সংস্কৃতির অধিকারী হয়ে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য যেন আমৃত্যু লড়াই চালিয়ে যেতে পারি।

কমসোমলের মুর্শিদাবাদ জেলা শিক্ষাশিবির

২৫-২৬ জানুয়ারি এস ইউ সি আই-এর কিশোর কমিউনিস্ট বাহিনী কমসোমলের মুর্শিদাবাদ জেলা শিক্ষাশিবির বহরমপুর মনীন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাপীঠে অনুষ্ঠিত হয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট ইজরায়েলি হানাদার বাহিনীর প্যালেস্টাইনের গাজা ভূখণ্ডের শিশু-নারী সহ সাধারণ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করার প্রতিবাদে ২৫ জানুয়ারি শতাধিক কিশোর-কিশোরীর মিছিল বহরমপুর শহর পরিক্রমা করে। গির্জা মোড়ে ৩৪ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ করা হয়।

শিক্ষাশিবিরের প্রধান আলোচক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য ও মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক কমরেড স্বপন ঘোষাল বর্তমানের চরম সাংস্কৃতিক অবনমন এবং মূল্যবোধহীন অবস্থায় মনীষীদের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রকৃত মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠা এবং সমাজ মুক্তির সৈনিক হওয়ার জন্য কিশোর-কিশোরীদের আহ্বান জানান। এছাড়াও আলোচনা করেন কমরেড খাদিজা বানু। বিদ্যাসাগর ও ক্ষুদিরামের জীবনী নিয়ে প্রবন্ধ রচনা, প্যারেড, পিটি, গান, আবৃত্তি, দৌড়, স্কিপিং ও নাটক প্রতিযোগিতা হয়। বিজয়ীদের এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের শিক্ষাশিবিরের একটি সুদৃশ্য স্মারক প্রদান করা হয়।

শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য ইনচার্জ কমরেড অঞ্জনাভ চক্রবর্তী, জেলা ইনচার্জ কমরেড মাবুদ নয়ন এবং এস ইউ সি আই আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদিকা কমরেড আরতি মণ্ডল।

জলকর চালুর প্রতিবাদ

সিপিএম পরিচালিত বালী পুরসভা ২৬ ডিসেম্বর এক সর্বদলীয় বৈঠক ডেকে জলকর চালুর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। সভায় উপস্থিত এস ইউ সি আই ও তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানান। এস ইউ সি আইয়ের পক্ষে কমরেডস্ শরৎ চ্যাটার্জী ও বিজয় আচার্য বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা বলেন, পরিশ্রুত পানীয় জল বিনামূল্যে প্রতিটি নাগরিকের কাছে পৌঁছে দেওয়া পৌরসভার প্রাথমিক কর্তব্য। সেই দায়িত্ব পালন না করে বিশ্বব্যাঙ্কের নির্দেশে জলকর চালু হলে তা প্রতিরোধ করা হবে।

যুবকর্মীর জীবনাবসান

এ আই ডি ওয়াই ও'র যাদবপুর এলাকার কর্মী কমরেড বেলা মৃধা ৯ জানুয়ারি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে বাড়ুর হাসপাতালে ভর্তি হন এবং সেখানেই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৮ বছর। কমরেড বেলা মাত্র আড়াই বছর আগে এস ইউ সি আই দল পরিচালিত একটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে যুক্ত হন। এই সংগঠনের দায়িত্ব পালনের পথেই তিনি যুব সংগঠন এ আই ডি ওয়াই ও'র সক্রিয় কর্মীর স্তরে উন্নীত হন। যেমন যেমন তাঁর চেতনার বিকাশ হচ্ছিল, সেই মতো তিনি দলের নানা কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছিলেন। স্বল্পভাষী, কর্তব্যনিষ্ঠ, শৃঙ্খলাপরায়ণ কমরেড বেলার চারিত্রিক মাধুর্য অনেকেরই নজর কেড়েছিল। তাঁর মধ্যে সম্ভাবনা ছিল বড় বিপ্লবী হওয়ার। অকালমৃত্যু সে সম্ভাবনাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দিল।

তাঁর মরদেহ যাদবপুরের বাড়িতে আনা হলে মাল্যদান করেন যাদবপুর এ আই ডি ওয়াই ও-র পক্ষে কমরেড উমা পণ্ডা, উন্মেষ সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষে কমরেড সুমন দাস এবং এস ইউ সি আই যাদবপুর আঞ্চলিক কমিটির পক্ষে কমরেড কল্পনা দত্ত। কমরেড মৃধার ইচ্ছানুযায়ী তাঁর চক্ষু ও মরদেহ পি জি হাসপাতালে দান করা হয়।

১৮ জানুয়ারি যাদবপুর উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্মরণসভায় স্মৃতিচারণা করেন তাঁর আত্মীয়স্বজন। স্মৃতিচারণা করেন এ আই ডি ওয়াই ও-র যাদবপুর আঞ্চলিক কমিটির পক্ষে কমরেডস্ উমা পণ্ডা, নিতাই দেবনাথ, সুমন দাস, কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড নিরঞ্জন নস্কর, এস ইউ সি আই আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক কমরেড শ্যামল গুহ মজুমদার ও কমরেড কল্পনা দত্ত।

কমরেড বেলা মৃধা লাল সেলাম

নদিয়া

জেলাশাসক দপ্তরে শ্রমিক-কর্মচারীদের বিক্ষোভ

১৯ জানুয়ারি অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি'র নদিয়া জেলা কমিটির আহ্বানে বিড়ি শ্রমিক, গৃহ-পরিচারিকা, রিক্সা-ভ্যান, মোটরভ্যান চালক, হকার, নির্মাণ শ্রমিক, বিদ্যুৎ শিল্পের পার্টটাইম সুইপার ও রাজ্য সরকারি অফিসের ওয়াটার ক্যারিয়ার সুইপার সহ বিভিন্ন পেশার পাঁচ শতাধিক শ্রমিক-কর্মচারী কৃষ্ণনগরে জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন। বেলডাঙা ক্ষৌণীশ পার্ক থেকে সংগঠনের জেলা সভাপতি শ্রমিক নেতা কমরেড কেষ্ট চৌধুরীর নেতৃত্বে মিছিল শুরু হয়। শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে প্রশাসনিক ভবনের সামনে এলে বিশাল পুলিশবাহিনী মিছিলের গতিরোধ করে। সেখানে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সভায় কর্মচারী ইউনিয়নগুলির প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। সকলেই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মালিক তোষণকারী শিল্পনীতির বিরুদ্ধে ধিক্কার জানান।

অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি নদিয়া জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রবীর দে-র নেতৃত্বে ৫ জনের প্রতিনিধিদল অতিরিক্ত জেলাশাসকের (সাধারণ) সাথে সাক্ষাৎ করে ১২ দফা দাবি সহ স্মারকপত্র তুলে দেন। ওয়াটার ক্যারিয়ার সুইপারদের নিয়ে আলাদাভাবে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের অতিরিক্ত জেলাশাসকের সাথে দেখা করে তাদের বেতন নিয়মিত করার আবেদন জানানো হয়।

রেলে পণ্যমাশুল বৃদ্ধি

একের পাতার পর

যখন বিপর্যস্ত, তখন এই চূড়ান্ত জনবিরোধী পদক্ষেপ সরকার নিচ্ছে, যা আরও মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে মানুষের দুর্দশাকেই আরও বাড়াবে। তিনি বলেন — আমরা আগেই বলেছি, নানা চটকদারি লোকঠকানো কৌশলের আড়ালে রেলমন্ত্রীকে 'গরিবোঁ কে মসিহা', 'ভাড়া না বাড়িয়েও আয় বাড়ানো' এবং 'ভাড়া বৃদ্ধি নয়, ভাড়া কমানোর' কাণ্ডারী হিসাবে তুলে ধরা হলেও আসলে এর পিছনে রয়েছে পেছনের দরজা দিয়ে ব্যাপক বেসরকারীকরণ এবং বাজেটের বাইরে সুকৌশলে পণ্যমাশুল ও যাত্রীভাড়া বাড়ানোর ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র।

সরকার যাতে বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহারে বাধ্য হয় এবং এ ধরনের প্রতারণামূলক পদক্ষেপ নিতে সাহস না করে সেজন্য মাথা নত করে আক্রমণ মেনে না নিয়ে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য কমরেড নীহার মুখার্জী জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

শিশু হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবি

গত ৩১ ডিসেম্বর রাতে বর্ষবরণ উপলক্ষে দমদমের দক্ষিণদাড়ি অঞ্চলে স্থানীয় যুবকরা মত্ত অবস্থায় পিকনিক করছিল। পাঁচ বছরের মেয়ে অঙ্কিতা মান্না লজেন্স ও বেলুন পাবে বলে পিকনিক স্পটে যায়। আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। পরদিন সকালে একটি পরিত্যক্ত ডোবায় অঙ্কিতার মৃতদেহ পাওয়া যায়। এ আই এম এস এস আঞ্চলিক কমিটির সদস্যরা স্থানীয় মানুষ ও অঙ্কিতার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে সুনিশ্চিত হন যে তাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। ৮ জানুয়ারি সংগঠনের পক্ষ থেকে লেকটাউন থানায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় এবং ভারপ্রাপ্ত এস-পি'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। পরে ঐ থানা এলাকায় পথসভায় বক্তব্য রাখেন অঞ্চল সম্পাদিকা কমরেড রুনু বসু।

একজন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে ১০ জানুয়ারি বিধাননগর কোর্টে তোলার সময় সংগঠনের পক্ষ থেকে কোর্ট চত্বরে বিক্ষোভ দেখান হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কলকাতা জেলা সভানেত্রী কমরেড ভারতী রায়।

গণদাবী প্রেসের পরিবর্তিত ফোন নম্বর
২২২৬০২৫১

মোদি সরকার গাড়ি পিছু ৬০ হাজার টাকা দিলেও টাটার ন্যানো বেরোচ্ছে না

সানন্দ যা পারে, সিঙ্গুর তা পারে না কেন? সানন্দে ৪৮ ঘণ্টায় জমি মিলল, আর সিঙ্গুরে চলল এক বছরেরও বেশি সময় ধরে জমি নিয়ে এত টানাপোড়েন। কেন? ২১ জানুয়ারি সি আই আইয়ের সভায় এ প্রশ্ন উঠেছে।

ন্যানো কারখানা গুজরাটের সানন্দে সরে যাওয়ার পর থেকে বারবার এ প্রশ্নটি তুলে একটা বিষয় দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে, যেন পশ্চিমবঙ্গে শিল্প না হওয়ার জন্য গণআন্দোলন দায়ী। বলার চেষ্টা হচ্ছে, সিঙ্গুর আন্দোলন, নন্দীগ্রাম আন্দোলন উন্নয়নবিরোধী। শুধু পুঁজিপতিরা নয়, সিপিএমও সিঙ্গুরের কৃষক আন্দোলনকে দোষারোপ করে এ প্রশ্ন তোলার চেষ্টা করেছে। সিপিএম সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত তৃণমূল-এস ইউ সি আই জোটকে উন্নয়নবিরোধী হিসাবে তুলে ধরে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্রচার করবে। কিন্তু সত্যিই কি আন্দোলনের কারণে টাটারা সিঙ্গুর ছেড়েছে? সিঙ্গুর আন্দোলনের দাবি কি ছিল ন্যানো কারখানা বিদায় দেওয়া? আদৌ তা ছিল না। সিঙ্গুর আন্দোলনের দাবি ছিল, উর্বর বহুফসলি জমিতে নয়, অনুর্বর জমিতে শিল্প কর। কিন্তু সিপিএম এই দাবিকে গায়ের জোরে লাঠির জোরে উপেক্ষা করে যাচ্ছিল। ফলে আন্দোলন তীব্র রূপ নেয়। সিঙ্গুরের কৃষক আন্দোলন টাটা-সিপিএম জুটিকে বেশ চাপের মধ্যে ফেলেছিল, একথা সত্য। কিন্তু এই কারণে টাটারা সিঙ্গুর ছেড়েছে, বিষয়টি আদৌ তা নয়।

টাটারা সিঙ্গুর ছেড়েছে প্রধানত তিনটি কারণে। প্রথম কারণটি হল, দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে গাড়ি শিল্পে ভয়াবহ মন্দা। দ্বিতীয় কারণটি হল, সানন্দে মোদি সরকার টাটাকে গাড়ি পিছু ৬০ হাজার টাকা ভরতুকি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। তৃতীয় কারণটি হল, সেখানে দেওয়া হয়েছে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি। ফলে কৃষক বিক্ষোভের প্রশ্ন সেখানে ছিল না। সিঙ্গুরের মতো সরাসরি কৃষকের জমি সানন্দে লাঠির জোরে কেড়ে নিলে সেখানেও কৃষক বিদ্রোহ ঘটত, যেমন ঘটেছে রাজ্যে রাজ্যে এস ই জেডের জন্য জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে। প্রধানত এই তিনটি দিক বিবেচনায় টাটারা সিঙ্গুর ছেড়েছে। আর ছেড়ে যাওয়ার আগে সিপিএমের সাথে পরামর্শ করে সিঙ্গুর আন্দোলনের উপর দোষ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

বিশ্বজুড়ে শিল্পে এখন ভয়াবহ মন্দা চলছে। গাড়ি শিল্পেও মন্দার হাওয়া প্রবল। এই অবস্থায় কোনও শিল্পপতিই উৎপাদনের ঝুঁকি নিতে পারে না। টাটাও নেয়নি। টাটা শুধু ন্যানো উৎপাদনই পিছিয়ে দিয়েছে তাই নয়, তার জামশেদপুরের গাড়ি কারখানায়, পুনের গাড়ি কারখানায় উৎপাদিকা শক্তিকেও অলস করে রেখেছে। সেখানেও কখনও তিনদিন, কখনও পাঁচদিন উৎপাদন বন্ধ করে রেখেছে। ছাঁটাই করছে শ্রমিক-কর্মচারীদের। এই অবস্থায় ন্যানো উৎপাদন পিছিয়ে দেওয়া ছাড়া টাটার সামনে কোনও গত্যন্তর ছিল না। গত ৩০ জানুয়ারি টাটা মোটরস-এর এম ডি রবিকান্ত দিল্লিতে সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, বাণিজ্যিকভাবে ন্যানো কবে বাজারে আসবে তা এখনই বলা যাবে না। বিশ্বে আর্থিক সংকটই এই বিলম্বের কারণ। বাস্তবে এই মন্দা পরিস্থিতিই শিল্পায়নের সামনে বাধা। এই অবস্থায় যারা বলে, আন্দোলনের জন্য পশ্চিমবঙ্গে শিল্প হচ্ছে না, তারা হয় অজ্ঞ, অথবা মহা ধুরন্ধর।

বিশ্বজোড়া মন্দার আবহে গুজরাটের নরেন্দ্র মোদির সরকার টাটাকে দিয়েছে বিপুল অঙ্কের ছাড়। সিঙ্গুরে সিপিএম সরকার টাটাকে দিয়েছিল ৯৯০ একর জমি, আর মোদি সরকার আমেদাবাদের উপকণ্ঠে সানন্দে ১১০০ একর জমি টাটাকে দিয়েছে। সিপিএম সরকার নামমাত্র সুদে টাটাকে ২০০ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছিল। কিন্তু মোদি সরকার বার্ষিক শতকরা ১ পয়সা হারে ২৯০০ কোটি টাকা টাটাকে ২০ বছরের জন্য ঋণ দিয়েছে। মোদি মন্ত্রীসভার গোপন নোট অনুযায়ী, এই ১১০০ একর জমির জন্য কোনও রেজিস্ট্রেশন চার্জ, স্ট্যাম্প ডিউটি টাটা গোষ্ঠীকে দিতে হবে না। এগুলি মকুব করে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া টাটাদের জন্য ৮ লেনের সড়ক, ডবল সার্কিট ফিডিং সহ ২ হাজার কেভিএ বিদ্যুৎ সংযোগ এবং ৬৬-১১ কেভিএ সাব স্টেশন করে দেওয়া হচ্ছে। মোদি সরকার টাটাদের বিনা শুল্কে ১৪০০০ কিউবিক মিটার জল, ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহের গ্যারান্টি দিয়েছে। সর্বোপরি টাটাদের প্রথম চার বছর মূল্যযুক্ত কর বা ভ্যাটের আওতা থেকে ছাড় দিয়েছে। হিসাব করে দেখা যাচ্ছে, এই সব ছাড় পাইয়ে দিতে গুজরাট সরকারের তহবিল থেকে প্রতিটি ন্যানো গাড়ি পিছু ৬০ হাজার টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে (সূত্রঃ বর্তমান ১৬-১-০৯)। এই লোভনীয় ছাড় টাটাকে সানন্দে আসতে প্রলুব্ধ করেছে। এটাই পুঁজির ধর্ম। পুঁজি যেখানে বেশি মুনাফা পাবে, ছাড় পাবে, নিঃশুল্ক ব্যবসা করতে পারবে, সেখানেই ছুটবে। পুঁজির এই ধর্ম মেনেই টাটা সিঙ্গুর ছেড়েছে। কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, সিপিএম আরও সুবিধা দিয়ে টাটাকে রাখতে পারত। আমরা মনে করি, জনগণের ট্যাক্সের টাকায় এভাবে পুঁজিপতিদের পাইয়ে দেওয়া অন্যায়। পুঁজিপতিদের এভাবে পাইয়ে দেওয়ার জন্য জনস্বার্থে টাকায় টান পড়ে। এই অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি সানন্দে টাটা পেয়েছে বহু আগেই অধিগৃহীত সরকারি মালিকানাধীন জমি। ফলে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি অধিগ্রহণে যে বাধা আসে, সানন্দে তা আসার বাস্তব অবস্থাই ছিল না।

এই দিকগুলিকে আড়াল করে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলনকে শিল্পবিরোধী হিসাবে দেখানোর চেষ্টা আসলে গণআন্দোলনবিরোধী ষড়যন্ত্র। পুঁজিপতিশ্রেণীর হাতে হাত মিলিয়ে সিপিএম এই ষড়যন্ত্রে সামিল হয়েছে।

সিপিএমের দেখানো পথে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দিতে চাইছে

কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার শিক্ষার অধিকার সম্পর্কিত একটি নতুন বিল সংসদে পাশ করানোর জন্য এনেছে। এই বিলটিতে বলা হয়েছে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী সকলের জন্য শিক্ষার দায়িত্ব নেবে সরকার এবং প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল থাকবে না। ১৯৮৬ সালে রাজীব গান্ধী প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতিতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। ১৪ বছর বয়সী সকলের শিক্ষার কথা সরকার আগেও বলেছিল। হয়নি কেন? পাশ-ফেল ব্যবস্থা থাকার জন্য? এর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান না করে আইন করে পরীক্ষা তুলে দিলেই শিক্ষা সর্বজনীন হয়ে যাবে? পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম সরকার ৮০'র দশকেই চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দিয়েছিল, এর ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া অভিভাবক নির্বিশেষে শিক্ষানুরাগী মানুষ মাত্রেই প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রতিবাদ জানিয়েছেন বুদ্ধিজীবীরা। পথে নেমেছে ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও। কোনও কিছুতেই কর্ণপাত করেনি সরকার।

এদেশের শিক্ষার সার্বিক পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যহীন এই আইন শিক্ষাক্ষেত্রে আরও সর্বনাশা পরিস্থিতি তৈরি করবে। এমনিতেই অবৈজ্ঞানিক সিলেবাস, পাঠক্রমের সময়ের বারবার পরিবর্তন, পড়াশুনার জন্য ক্লাসগুলিতে সঠিক ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতের অভাব, পরীক্ষা ব্যবস্থার ঘন ঘন পরিবর্তন ইত্যাদি শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত করছে,বিশৃঙ্খলা আনছে, পড়াশুনার প্রতি ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ নষ্ট করে দিচ্ছে। এই অবস্থায় পাশ-ফেল তুলে দিলে ছাত্রছাত্রীদের মান নির্ণয়ের যতটুকু সুযোগ ছিল তাও শেষ হয়ে যাবে শুধু নয়, শিক্ষার ভিতটাই ধসে পড়বে। প্রাথমিক স্তরে যতটুকু শিক্ষার সুযোগ পেত ছাত্ররা, তাও থাকছে না পরীক্ষা তুলে দেওয়ায়। একটা ক্লাস থেকে আর একটা ক্লাসে উঠে গেলেই শিক্ষা হয় না, প্রয়োজন হয় মান যাচাই এর। আমাদের দেশে শিক্ষার যা হাল, তাতে শিক্ষার্থীদের মান যাচাই সম্ভব নয় পরীক্ষা পদ্ধতি ছাড়া। পরীক্ষার রেজাল্টের মধ্য দিয়ে অভিভাবক এবং শিক্ষকরা ছাত্রদের শিক্ষার মান নির্ণয় করতে পারেন, সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারেন, ছাত্রছাত্রীরা নিজেরা তাদের কতটা অনুশীলন প্রয়োজন তা বুঝতে পারে। এইভাবে পড়াশুনার আগ্রহ তৈরি হয় ছাত্রদের, শিক্ষকদেরও পড়ানোর ক্ষেত্রে আগ্রহ থাকে। পরীক্ষা ব্যবস্থা তুলে দিয়ে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকে কার্যত প্রহসনে পরিণত করার চেষ্টা চলছে, যার মারাত্মক কুফল এ রাজ্যের অভিভাবকরা মর্মে মর্মে টের পাচ্ছেন।

প্রাথমিক স্তরে পাশ-ফেল তুলে দিয়ে 'নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন' পদ্ধতি চালু করেছে রাজ্য সরকার। এর বিরুদ্ধে এ রাজ্যের শিক্ষানুরাগী জনগণকে সংগঠিত করে দীর্ঘ আন্দোলন করেছে এস ইউ সি আই। আমরা তখনই বলেছি, যেখানে স্কুলে স্কুলে শিক্ষার উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই, পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই, চেয়ার-টেবিল নেই, সেখানে নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন পদ্ধতি শিক্ষার মানের অবনমন ঘটাতেই সাহায্য করবে। বাস্তবে গত ৩০ বছরে ঘটেছেও তাই। সরকারের যুক্তি ছিল, পরীক্ষা ব্যবস্থা থাকার জন্যই নাকি বছরে ৫০ শতাংশ ছাত্র স্কুলছুট হচ্ছে। কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের সমীক্ষায় প্রকাশ হয়েছে,পশ্চিমবঙ্গে প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণীর মধ্যে স্কুল ছুটের হার ৮০.২৪ শতাংশ। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুল ছুটের হার ৮৫ শতাংশ। যদিও স্কুলছুটের হার অনেক বেশি, কিন্তু তার কারণ পরীক্ষা নয়। খবরে প্রকাশ, সর্বশিক্ষা অভিযান কর্তৃপক্ষ ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যে রিপোর্ট কার্ড তৈরি করেছে, তাতে পশ্চিমবঙ্গের ২২ লক্ষ ৮৭ হাজার ৪১ জন শিশু এখনও স্কুলের বাইরে। বিহারে স্কুলে না আসা ছেলেমেয়ের সংখ্যা ৯ লক্ষ ৭০ হাজার ৩১৪ জন। অর্থাৎ শিক্ষা চিত্রে পশ্চিমবঙ্গের স্থান বিহারেরও অনেক পরে (বর্তমান-২৬.১.০৯)।

শিক্ষার মান নির্ণয় না করলে কী যথার্থ শিক্ষা দেওয়া সম্ভব? একে তো যুক্তিভিত্তিক শিক্ষার পরিবর্তে অবৈজ্ঞানিক সিলেবাসে ছাত্রদের পড়তে বাধ্য করা হচ্ছে। কোনও কিছু যাচাই করার মানসিকতার পরিবর্তে গতানুগতিক পড়াশুনা ও পরীক্ষা পাশ আজ ছাত্রদের কাছে মুখ্য হয়ে উঠেছে। দেশের শিক্ষা পরিকাঠামো অনুযায়ী বর্ষ নির্ধারণ, পরীক্ষাব্যবস্থার কিছুই না পরিবর্তন করে পাশ-ফেল তুলে দিলে তা কি ছাত্রস্বার্থে কোনওরকম সাহায্য করবে? তা তো নয়ই, বরং পাশ-ফেল প্রথা তুলে দিলে শিক্ষার মান ভয়াবহভাবে নেমে যাবে, শিক্ষার ভিতই ধসে যাবে। বাস্তবিকই যদি সরকার সাধারণ মানুষের শিক্ষার জন্য দরদী হোত, তাহলে স্কুলছুটের মূল কারণ যে দারিদ্র্য, তা দূর করার চেষ্টা করত। শুধুমাত্র মিড- ডে মিল প্রকল্প চালু করে ও সর্বশিক্ষা অভিযানের ঢাক পিটিয়ে দায়িত্ব শেষ করত না।

প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি তুলে দেবার সময় ইংরেজি ভীতির দরুণ অকৃতকার্য হওয়া ছাত্ররা ড্রপ-আউট করে এই যুক্তি দেখিয়েছিল সিপিএম সরকার সেই সময় একথার তারা জবাব দেননি, ইংরেজি তুলে দেওয়ার পর ড্রপ-আউট কমেছিল, না কি বেড়ে গিয়েছিল? ৮০-র দশকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার পরিণামে সামগ্রিক শিক্ষায় পশ্চিমবঙ্গ ১৯তম স্থানে, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষায় এ রাজ্য ৩২ তম স্থানে পৌঁছেছে। প্রাথমিক স্তরে পাশ ফেল তুলে দেওয়ার এই তো পরিণাম হয়েছে এই রাজ্যে। কেন্দ্রের বিল যদি শিক্ষাস্বার্থে, ছাত্রদের স্বার্থে আনা হত, তাহলে শিক্ষার সাথে যুক্ত বিদ্বজ্জনদের মতকে বেপরোয়াভাবে উড়িয়ে না দিয়ে যথাযথ গুরুত্ব দিত সরকার। তা হয়েছে কি?

রাজ্য সরকার সাক্ষরতা প্রকল্পের মধ্য দিয়ে রাজ্যের অধিকাংশ মানুষ সাক্ষর হয়েছে বলে যেভাবে মিথ্যা প্রচার করছে, কেন্দ্রীয় সরকারও তেমনি পাশ-ফেল প্রথা বা পরীক্ষা ব্যবস্থা তুলে দিয়ে ছাত্ররা কিছু শিখুক বা না শিখুক, সকল ছাত্রকে পাশ করিয়ে উচ্চতর ক্লাসে প্রোমোশন দিয়ে দেখাতে চাইবে যে, এদেশে শিক্ষিতের হার কত বেশি। প্রকৃতই যদি ছাত্রদের সুষ্ঠু ভাবে শিক্ষা দেওয়া সরকারের উদ্দেশ্য হত, তাহলে বিশৃঙ্খল শিক্ষাব্যবস্থার মূল কারণ খুঁজে, তা সমাধানের চেষ্টা তারা করত।

পরাজয়ে ক্ষিপ্ত এস এফ আই গায়ের জোরে কলেজ ইউনিয়ন দখল করতে চাইছে

এ আই ডি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড কমল সাঁই ২৯ জানুয়ারি জানিয়েছেন,

২৮ জানুয়ারি হুগলির ইটাচুনা কলেজে এসএফআই-কে পরাস্ত করে এআইডিএসও-টিএমসিপি জোট ছাত্রসংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করেছে। নদিয়ার মাজদিয়া কলেজেও এআইডিএসও-টিএমসিপি পরিচালিত ছাত্রসংগ্রাম মোর্চা ছাত্রসংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করেছে — এই ঘোষণার পরেও সিপিএম ও তার গুন্ডাবাহিনী ফ্যাসিস্ট কায়দায় এসএফআই জিতেছে বলে প্রিন্সিপালকে দিয়ে ঘোষণা করায়। অভিভাবক ও ছাত্রদের লক্ষ্য করে ব্যাপক বোমাবাজি করে। এতে বহু ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক মারাত্মকভাবে জখম হন। পুলিশ-প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার রায়দীঘি কলেজে এআইডিএসও-টিএমসিপি জোটের পক্ষে ছাত্রদের দেওয়া গণতান্ত্রিক রায়কে একইভাবে উল্টে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ এআইডিএসও-টিএমসিপি সমর্থক ছাত্রদের আইডেন্টিটি কার্ড আটকে রেখেছে। অন্যদিকে এসএফআই-এর হাতে প্রচুর জাল আইডেন্টিটি কার্ড তুলে দিয়েছে এবং ব্যাপক ছাপ্পা ভোটের ব্যবস্থা করেছে। তা সত্ত্বেও পরাজয় আটকাতে পারছে না দেখে পরিকল্পিতভাবে নির্বাচনের কয়েক ঘণ্টা পরে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসার পর গণনার কাজ শুরু করা হয়েছে। অযথা সময় নষ্ট করে কলেজের ভিতরে ও বাইরে ব্যাপক হামলা নামিয়ে আনা হয়েছে। এক বুথের ব্যালট অন্য বুথে নিয়ে গিয়ে একসঙ্গে মিশিয়ে গণনার নামে প্রহসন করা হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত এসএফআই-কে জয়ী বলে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, পশ্চিমবাংলার ছাত্রসমাজের কাছে ছাত্রস্বার্থবিরোধী ভূমিকার জন্য এসএফআই আজ ধিক্কৃত। এমতাবস্থায় ক্ষমতায় টিকে থাকবার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ-প্রশাসন এবং সমাজবিরোধীদের কাজে লাগানো ছাড়া তাদের হাতে আর কোনও উপায় নেই। তিনি এসএফআই-এর এই ফ্যাসিস্ট হামলার তীব্র নিন্দা করে অবিলম্বে এই দুই কলেজে পুনর্নির্বাচন এবং কলেজের প্রিন্সিপাল ও নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ দাবি করেছেন সাথে সাথে হামলায় যুক্ত দুষ্কৃতীদের শাস্তি এবং আহতদের চিকিৎসার খরচ ও ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন।

প্যালেস্তিনীয় জনগণের সংগ্রামের প্রতি সংহতি জানাল বেইরুট সম্মেলন

একের পাতার পর

ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট অ্যান্ড পিপলস সলিডারিটি কোঅর্ডিনেটিং কমিটি (আই এ পি এস সি সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মানিক মুখার্জী বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে গত এক বছর ধরে বিভিন্ন দেশে গিয়েছেন। তিনি লেবাননে গিয়ে এ ব্যাপারে প্রথমে কথা বলেন, কনসাল্টেটিভ সেন্টার ফর স্টাডিজ অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন ইন বেইরুট (এর পর যা কনসাল্টেটিভ সেন্টার বলে উল্লিখিত হবে)-এর ডিরেক্টর ডঃ আলি ফায়াদের সঙ্গে। তিনি এতে সম্মত হন এবং লেবাননের প্রতিরোধ সংগ্রামের মূল সংগঠন হিজবুল্লার ডেপুটি জেনারেল সেক্রেটারি নইম কাশেমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাতে মানিক মুখার্জীকে নিয়ে যান। হিজবুল্লার নেতাও এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। লেবাননকে বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে কমরেড মুখার্জীর বক্তব্য ছিল, ২০০৬ সালের জুলাই যুদ্ধে লেবানিজ প্রতিরোধের সামনেই সর্বপ্রথম ইজরায়েলকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। ফলে কলকাতায় প্রথম সম্মেলনের পর আই এ পি এস সি-র দ্বিতীয় সম্মেলন লেবাননে অনুষ্ঠিত হলে তা উপযুক্ত হবে। উল্লেখ্য যে, আই এ পি এস সি-র সম্পাদকমণ্ডলীতে লেবানন থেকে ডঃ মহম্মদ তে ও মহম্মদ কাশেম সদস্য হিসাবে রয়েছেন। ডঃ আলি ফায়েদ বলেছিলেন, বেইরুট সম্মেলনে সহযোগী আহ্বায়ক হিসাবে তাঁরা 'দি ইন্টারন্যাশনাল ক্যাম্পেন এগেনস্ট আমেরিকান অ্যান্ড জিওনিস্ট অকুপেশন (কায়রো কনফারেন্স)'-কে যুক্ত করতে চান। কমরেড মুখার্জী এই প্রস্তাব মেনে নেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁরা আরও দুটি সংগঠনকে আহ্বায়ক হিসাবে যুক্ত করে নেন, যথা 'ন্যাশনাল গ্যাদারিং টু সাপোর্ট দি চয়েস অফ রেজিস্ট্যান্স ইন লেবানন' এবং 'স্টপ ওয়ার ক্যাম্পেন (লন্ডন)'। প্রস্তুতি পর্বে বেইরুট ফোরামের সঙ্গে আই এ পি এস সি সি-র পক্ষ থেকে লেবাননে সংযোগ রক্ষা করেন মহম্মদ কাশেম।

এই সম্মেলনে হুগো স্যাভেজের সোস্যালিস্ট পার্টি, ভেনেজুয়েলার কমিউনিস্ট পার্টি, সিরিয়া, সুদান, জর্ডন, নেপাল প্রভৃতি দেশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামীরাও যাতে যোগ দেন, সে জন্য কমরেড মানিক মুখার্জী ঐ দেশগুলিতে গিয়ে কথা বলেন। তাঁরা সম্মতি দেন এবং তাঁদের প্রতিনিধিদের নাম কমরেড মানিক মুখার্জীকে জানান। নেপালের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)-র শীর্ষ নেতা কমরেড প্রচণ্ডকে এই সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানাতে কমরেড মুখার্জী নেপালেও গিয়েছিলেন। কমরেড প্রচণ্ড রাজি হয়েও শেষ পর্যন্ত সরকারি প্রোটোকলের বাধার কথা জানিয়ে কমরেড মুখার্জীর মাধ্যমে বেইরুট সম্মেলনের উদ্দেশ্যে একটি বার্তা পাঠান।

আই এ পি এস সি-র ভারতীয় সদস্যরা ছাড়াও কমিটির প্রেসিডেন্ট আমেরিকার র‍্যামসে ক্লার্ক, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ, যথা লেবাননের মহম্মদ তে ও মহম্মদ কাশেম, আমেরিকার সারা ফ্লাউন্ডার্স, ফ্রান্সের আলেকজান্ডার মুস্বারিস এবং ইটালির রবার্তো গ্যাব্রিয়েলো এই সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন। ভেনেজুয়েলার কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য কারালস উইমারও কমরেড মানিক মুখার্জীর আমন্ত্রণে এসেছিলেন। জর্ডন কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ডঃ মাজেন হান্নান শারীরিক অসুস্থতার জন্য আসতে না পারায় হাদি হাদাদিনের নেতৃত্বে চারজনের এক প্রতিনিধিদল তাঁদের পার্টির পক্ষ থেকে এই সম্মেলনে যোগ দেয়। জর্ডনে গিয়ে এঁদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কমরেড মানিক মুখার্জী। ডাঃ ইব্রাহিম ঘান্দুরের নেতৃত্বে সুদান থেকে একটি শক্তিশালী প্রতিনিধি দল এসেছিল। সিরিয়া থেকে সোস্যালিস্ট বাথ পার্টির প্রতিনিধি দলের পাশাপাশি এসেছিলেন ঐ দেশের সরকারের কৃষি উপদেষ্টা ডঃ বাকুর। উল্লেখ্য যে, সিরিয়ার সোস্যালিস্ট বাথ পার্টির প্রতিনিধি দলের নেতা মহম্মদ হাবাশ সম্মেলনে কর্মসূচি সংক্রান্ত প্রস্তাব দিতে গিয়ে বলেন, ২০০৭ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সম্মেলনের শেষ দিনটি, অর্থাৎ ২৯ নভেম্বরকে 'বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দিবস' হিসাবে পালন করা যেতে পারে।

১৬ জানুয়ারি বেইরুটের ইউনেস্কো হলে

র‍্যামসে ক্লার্ক মানিক মুখার্জী রণজিৎ ধর

বিকাল ৪টায় উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। একের পর এক বাসে প্রতিনিধিরা পৌঁছান হল-প্রাঙ্গণে। হিজবুল্লার নিজস্ব কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল চোখে পড়ার মতো। হিজবুল্লার নেতা নইম কাশেমকে ইতিপূর্বে মার্কিন-ইজরায়েল চক্র ৫ বার হত্যার চেষ্টা করেছে। এই অধিবেশনে তিনি আসবেন বলেই এত নিরাপত্তার ব্যবস্থা। ইতিমধ্যে

নইম কাশেম আলি ফায়াদ সারা ফ্লাউন্ডার্স

সম্মেলনস্থলে পৌঁছেছেন অন্যান্যদের সঙ্গে আই এ পি এস সি-র প্রেসিডেন্ট আমেরিকার ভূতপূর্ব অ্যাটর্নি জেনারেল র‍্যামসে ক্লার্ক, প্যালেস্তিনীয় জনগণের প্রতিনিধি হামাসের নেতৃবৃন্দ, তুরস্কের এম এল কে পি-র পক্ষে কমরেড নুরানের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল, মার্কিন পার্লামেন্টের পূর্বতন সদস্য ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রার্থী সিন্থিয়া মেকেনি, ইব্রাহিম ঘান্দুর, ডঃ বাকুর ও অন্যান্য বিশিষ্ট জন। এঁদের ধন্যবাদ জানান কমরেড মানিক মুখার্জী ও

মহম্মদ কাশেম ধ্রুব মুখার্জী আলেকজান্ডার মোস্বারিস

কমরেড রণজিৎ ধর। পাকিস্তান, লিবিয়া, ইংল্যান্ড, গ্রিস, ফ্রান্স, জার্মানি সহ অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিদের সাথেও তাঁরা কথা বলেন।

উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডঃ আলি ফায়াদ। মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন মানিক মুখার্জী, মহম্মদ কাশেম, চয়েস অফ রেজিস্ট্যান্স ইন লেবাননের পক্ষে ডাঃ ইয়াহিয়া ঘান্দার, কায়রো কনফারেন্সের পক্ষে মহম্মদ সামি, ইউরোপে বেইরুট ফোরামের কো-অর্ডিনেটর ডঃ লায়লা ঘানেম প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

আই এ পি এস সি-র পক্ষ থেকে বিশিষ্টজনদের দেওয়ার জন্য উপহার হিসাবে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সংগঠনের নামাঙ্কিত 'কোটপিন' এবং প্যারি কমিউনের সংগ্রামের ছবি সম্বলিত একটি কাঠের ফলক। মঞ্চে উপবিষ্টদের হাতে উপহার তুলে দেন ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সদস্য কমরেড অজন্তা ঘোষ। পরে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের হাতে উপহার তুলে দেওয়া হয়।

ডঃ আলি ফায়াদ বলেন, ''বিশ্বের এই অঞ্চলে প্রতিরোধ সংগ্রাম ইসলামি আদর্শের দ্বারা পরিচালিত। এই প্রতিরোধ সংগ্রামকে পরিচিত হতে হবে বিশ্বের সর্বত্র অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামী শক্তিগুলির সঙ্গে। আদর্শগত পার্থক্যকে এখন স্থগিত রাখতে হবে, জারি রাখতে হবে প্রতিরোধকে। এই ফোরামের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হল, আদর্শগত সংঘর্ষ থাকা সত্ত্বেও কী উপায়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে হাতে হাত মিলিয়ে লড়াইয়ের ঐক্য অর্জন করে একসঙ্গে কাজ করা যায়, সেই পথ খুঁজে বের করা।''

স্বাগত ভাষণে কমরেড মানিক মুখার্জী বলেন, ''এমন একটি দেশে এই সম্মেলন হচ্ছে, যারা মার্কিন মদতপুষ্ট ইজরায়েলি আগ্রাসনকে প্রতিহত করেছে। এ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণের বিজয় স্থল। আমরা যারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তারা লেবানিজ জনগণের সংগ্রাম থেকে প্রেরণা গ্রহণ করি।

তিনি বলেন, এই সম্মেলনের প্রস্তুতি চলার সময় ইজরায়েল গাজায় ভয়াবহ আক্রমণ চালিয়ে শত শত প্যালেস্তিনীয়কে হত্যা ও আহত করেছে। বিশ্বের সর্বত্র যখন জনগণ এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভে সরব হয়েছে, তখন পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি এই বর্বর হত্যাকাণ্ড না দেখার ভান করে চলতে দিয়েছে, ঘৃণ্য জর্জ বুশ এমনকী ইজরায়েলি হানাকে সমর্থন করেছে। এই ঘটনা আমাদের আবার পরিষ্কারভাবে দেখাচ্ছে যে, সাম্রাজ্যবাদী অভিশাপকে পৃথিবীর বুক থেকে যতদিন না মুছে ফেলা যাচ্ছে ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যাচ্ছে, ততদিন বিশ্বে স্থায়ী শান্তির স্বপ্ন আমরা দেখতে পারি না। আসুন এই সম্মেলন থেকে আমরা, বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত এই সংগ্রামে নিয়োজিত থাকার শপথ নিই।

তিনি বলেন, এই সম্মেলন সফল করার জন্য লেবাননে আমাদের যে ভাইয়েরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তাদের আমি ধন্যবাদ জানাই। উৎসাহ ও সমর্থন দেওয়ার জন্য হিজবুল্লাকেও ধন্যবাদ। আমি আশা করি, বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জঙ্গি আন্দোলনের ব্যাপকতম ঐক্য গড়ে তোলার ও বিভিন্ন দেশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনগুলির মধ্যে সমন্বয় ঘটাবার উপায় ও পথ সম্পর্কে এই সম্মেলন সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশ করবে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ে এই সম্মেলন আলোকবর্তিকা হয়ে উঠুক।

র‍্যামসে ক্লার্ক বলেন, আমি এমন একটি দেশ থেকে এসেছি, যে দেশ একদা শান্তি ও গণতন্ত্রের কথা বলে বিশ্বের দেশে দেশে হামলা চালিয়েছে, জনগণকে হত্যা করেছে ও অপর দেশ দখল করে আধিপত্য বিস্তার করেছে। এখন তার বুলি হয়েছে সন্ত্রাসবাদবিরোধী যুদ্ধ। এই ধুয়া তুলে আমেরিকা বিশ্বের সর্বত্র হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করছে। আমেরিকার সরকার যুদ্ধের জন্য অস্ত্রের পিছনে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে, তা দিয়ে বহু দেশের সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য-শিক্ষার ব্যয় মেটানো যায়। আমি মনে করি, এটা মানবজাতির বিরুদ্ধে জঘন্য অপরাধ। বিশ্বের দেশে দেশে জনগণের সংগ্রামের মধ্য দিয়েই একমাত্র একে রোখা যেতে পারে। সেই লক্ষ্যে এবারের সম্মেলন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

হিজবুল্লার ডেপুটি জেনারেল সেক্রেটারি শেখ নইম কাশেম বলেন, 'বিশ্বে এখন দুটি শিবির। একটি মার্কিন নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদের, অপরটি তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামের। আমি মনে করি, প্রতিরোধের শিবির জয়ী হবে'। বিশ্বের যেখানেই যারা স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই করছে, তাদের সকলকেই তিনি লেবানিজ প্রতিরোধ সংগ্রাম থেকে শিক্ষা নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আমরা বামপন্থী, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, ধর্মনিষ্ঠ মুসলিম এবং জাতীয়তাবাদী সকলকেই ঐক্যবদ্ধ করেছি। ... রঙ, জাতি, ভাষা, ধর্ম ও বিশ্বাস নির্বিশেষে আমাদের হাতে হাত মিলিয়ে কার্যকরী প্রতিরোধের শক্তি গড়ে তুলতে হবে। আমরা প্রমাণ করে দিয়েছি, ইজরায়েল বাহিনী অপ্রতিরোধ্য নয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকেও পরাস্ত করা সম্ভব, যা ভিয়েতনাম করে দেখিয়েছে। বিশ্বে আজ শত শত ভিয়েতনামের জন্ম দিতে হবে।'

১৭ জানুয়ারি সকালে 'গাজার জনগণের আত্মরক্ষার সমর্থনে' একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন লেবানন সরকারের পূর্বতন মন্ত্রী মাইকেল সামাহা।

এখানে আমেরিকার সারা ফ্লাউন্ডার্স বলেন, প্যালেস্টাইন জনগণের উপর এক ভয়াবহ আক্রমণের সময় আমরা এই সম্মেলন করছি। এই আগ্রাসনে রাষ্ট্রসংঘ চুপচাপ, ইজরায়েলি হানাদারিকে পূর্ণ সমর্থন দিচ্ছে ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন এবং গোটা যুদ্ধের খরচ ও অস্ত্রসস্ত্র দিচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। ওরা মনে করছে, গাজার বীর জনগণের উপর এভাবে আক্রমণ চালিয়ে ওরা এই সমগ্র অঞ্চলে জনগণের সংগ্রামকে পর্যুদস্ত ও হতোদ্যম করে দিতে পারবে। আমরা তা হতে দেব

পাঁচের পাতায় দেখুন

বেইরুট সম্মেলন ঃ সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে বিকল্প বিশ্বের ভাবনা

চারের পাতার পর

না। সকল সমর্থন নিয়ে, প্যালেস্টাইনের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সংগঠন হামাস-এর পাশে আমাদের দাঁড়াতে হবে। আমাদের সোচ্চারে বলতে হবে— আমরা প্রতিরোধ করার অধিকার, রকেট নিক্ষেপের অধিকার এবং ইজরায়েলের চাপিয়ে দেওয়া নিশ্চিত অনাহার ও অবরোধের বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করে লড়াইয়ের অধিকারকে সমর্থন করি।

ভারতীয় প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে অজন্তা ঘোষ বলেন, গাজায় প্রতিরোধ যুদ্ধকে আমরা লাল সেলাম জানাই। আমাদের দল এস ইউ সি আইয়ের পক্ষ থেকে আমরা ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর-প্রদেশ, বিহার, ওড়িশা, কেরালা, কর্ণাটক সহ সকল এদেশে গণবিক্ষোভ সংগঠিত করেছি। ভারত সরকার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে মিত্রতা করলেও ভারতের জনগণ গাজার সংগ্রামের পাশে রয়েছে।

মিশরের সাংবাদিক ডালিয়া সালাদিন তাঁর গাজা সফরের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, 'সেখানে প্রতিটি ঘরে যুদ্ধে একজন শহিদ ও একজন পঙ্গু মানুষের দেখা পাওয়া যাবে। কিন্তু আপনি যখন জনগণের মধ্যে দিয়ে হাঁটবেন, আপনি অনুভব করবেন এক নতুন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে আপনি রয়েছেন— যে সংস্কৃতি অপরের জন্য আত্মদান শেখায়; যে পরিবেশে দরিদ্রতম মানুষ, বিশেষ করে মায়েরা শৌর্যের অকল্পনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।'

এই ওয়ার্কশপে হামাস ও অন্যান্য বহু সংগঠনই বক্তব্য রাখে। এর পরই তিনটি হলে একই সঙ্গে শুরু হয় অন্যান্য বিষয়ের উপর ওয়ার্কশপ। প্রধান হলের প্রথম ওয়ার্কশপের বিষয় ছিল, 'মার্কিন ও ইজরায়েলি দখলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম'। এই ওয়ার্কশপে সভাপতিত্ব করেন র‍্যামসে ক্লার্ক।

এই ওয়ার্কশপে আই এ পি এস সি সি-র সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর বলেন, ''সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম সমগ্র বিশ্বজুড়েই আজ দানা বাঁধছে। বিশ্বের দরিদ্র ও নিপীড়িত জনগণ মার্কিন আধিপত্যবাদকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে, যদিও প্রতিরোধের রূপ সর্বত্র একরকম নয়। এর সামনে পিছু হঠতে বাধ্য হয়ে সাম্রাজ্যবাদী হাঙররা প্রতিরোধ সংগ্রামকে হেয় করার জন্য তাকে হয় বলছে সন্ত্রাসবাদী হামলা, না হয় ইসলামিক মৌলবাদের উত্থান। কিন্তু তাদের এই প্রচারে বিভ্রান্ত মানুষের সংখ্যা অতি দ্রুত কমে আসছে। এখানে যেটা জরুরি, তা হল, কোনও একটা দেশের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকে সেই অঞ্চলের সকল দেশের উপর আক্রমণ হিসাবে জনগণকে দেখতে হবে এবং তার বিরুদ্ধে নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ের সমন্বয় গড়ে তুলতে হবে। এটা যদি করা সম্ভব হয়, তবে তা প্রতিটি দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকেই শক্তিশালী করবে শুধু নয়, মূল শত্রু সাম্রাজ্যবাদকেও বিরাটভাবে দুর্বল করবে। এরকম সকল আন্দোলনগুলির মধ্যে যথার্থ সমন্বয় ও সংহতি গড়ে তুলে এগোতে পারলে তা শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ উচ্ছেদের অমোঘ লড়াইয়ের স্তরে উন্নীত হবেই। বর্তমান সময়ের একজন অগ্রণী মার্কসবাদী চিন্তানায়ক এবং ভারতের মাটিতে যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি এস ইউ সি আইয়ের প্রতিষ্ঠাতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ছাত্র হিসাবে আমি বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার জরুরি প্রয়োজনটার উপরই বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাই। এই আন্দোলনকে সঠিক পরিণতির দিকে পরিচালিত করার জন্যই এর মধ্যে কমিউনিস্টদের 'কোর' হিসাবে কাজ করতে হবে।''

১৬ জানুয়ারি বেইরুটের ইউনেসকো হলে উদ্বোধনী অধিবেশন

একই ওয়ার্কশপের তৃতীয় অধিবেশনের বিষয় ছিল 'প্রতিরোধ সংগ্রাম ও সামাজিক রাজনৈতিক পরিবর্তন'। এখানে বক্তব্য রাখেন ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সদস্য অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ডঃ ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়।

একই সময়ে অপর একটি ওয়ার্কশপের বিষয় ছিল 'বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণ ও উৎপাদন ক্ষেত্র সমূহের মধ্যে সংহতিকে শক্তিশালী করা'। এই ওয়ার্কশপে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী। এখানেই তৃতীয় ওয়ার্কশপের বিষয় ছিল 'বাজারের উপর নির্ভরতা ও বাজারের হুকুমের মোকাবিলার উপায়'। এতে সভাপতিত্ব করেন সুদানের ইব্রাহিম ঘান্দুর।

কে শ্রীধর জয়নাল আবেদিন

অমিতাভ চ্যাটার্জী অজন্তা ঘোষ

পরদিন ১৮ জানুয়ারি, 'সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা ও জনগণের মধ্যে সংহতি' শীর্ষক ওয়ার্কশপে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী বর্তমান সংকটের উপর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ভেনেজুয়েলার কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য, লাতিন আমেরিকান পার্লামেন্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট কমরেড কারালস উইমার।

এখানে বক্তাদের আলোচনার উপর শ্রোতাদের মত প্রকাশের সময় ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সদস্য কমরেড জয়নাল আবেদিন বক্তব্য রাখেন।

দ্বিতীয় ওয়ার্কশপের বিষয় ছিল 'বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনগুলির মধ্যে কোঅর্ডিনেশন ও পারস্পরিক সহযোগিতা'। এই ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখেন ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সদস্য কমরেড কে শ্রীধর।

তৃতীয় ওয়ার্কশপের বিষয় ছিল 'বিশ্বায়ন ও সাম্রাজ্যবাদ'। এখানে সভাপতিত্ব করেন মহম্মদ কাশেম। এই ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখেন কমরেড মানিক মুখার্জী

চতুর্থ ওয়ার্কশপের বিষয় ছিল 'গাজা অবরোধ'। এই ওয়ার্কশপে সভাপতিত্ব করেন সারা ফ্লাউন্ডার্স। 'গাজায় ইজরায়েলি হানা ও আন্তর্জাতিক আইন' বিষয়ক ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখেন আই এ পি এস সি সি-র সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, লেবাননে পাবলিক ল'-এর অধ্যাপক ডঃ মহম্মদ তে।

এ ছাড়াও ভেনেজুয়েলা, লেবানন, সিরিয়া, মালয়েশিয়া, মিশর, সুদান প্রভৃতি দেশের সাংসদদের নিয়ে একটি গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদমাধ্যমের উপরও আলাদা একটি ওয়ার্কশপ হয়।

১৮ জানুয়ারি সন্ধ্যায় সমাপ্তি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে পপুলার ফ্রন্ট ফর দি লিবারেশন অফ প্যালেস্টাইনের নেত্রী বীরাঙ্গনা লায়লা খালেদ ইজরায়েলের একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করার কথা জানিয়ে বলেন, আমরা গাজার জনগণকে সেলাম জানাই। এই জয় স্বাধীনতা সংগ্রামীরাই ছিনিয়ে এনেছে। ইজরায়েল কর্তৃক এই একতরফা যুদ্ধবিরতির ঘোষণা প্রমাণ করে যে, মারণাস্ত্রের সমগ্র ভাণ্ডার নিয়েও রণাঙ্গণে ইজরায়েল তার লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি। দখলের বিরুদ্ধে একমাত্র জবাব হল, প্রতিরোধ ও মুক্তি।

সম্মেলনের মূল সিদ্ধান্তগুলি ব্যাখ্যা করেন ডঃ আলি ফায়াদ। প্রকাশিত ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে, মানবতাকে মর্যাদা দেওয়ার এবং বিশ্বের দুর্বল ও অত্যাচারিতদের রক্ষার নীতির উপর ভিত্তি করে বিকল্প বিশ্ব গড়ার সম্ভাবনাকে শক্তিশালী করার জন্য সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফোরাম কাজ করে যাবে। সম্পূর্ণ ঘোষণাপত্রটি বিশ্বের জনগণের জন্য প্রকাশ করা হয়েছে।

বেইরুট সম্মেলনের প্রতিনিধিদের দেওয়ার জন্য অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি-ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের প্রকাশিত বেশ কিছু বই ও পত্রিকা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যা কয়েক ঘন্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কলকাতা সম্মেলন (২০০৭) সম্পর্কে বহু দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রবল আগ্রহ দেখা গিয়েছে। গাজা এবং অন্যান্য বিষয়ে এস ইউ সি আই-এর দেশজোড়া বিক্ষোভ আন্দোলনের বিষয়েও জানতে অনেকেই আগ্রহী। বিভিন্ন দেশ থেকে কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়াও মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরা এসেছিলেন। তাঁদের অনেককেই কমরেড শিবদাস ঘোষের রচনাবলীর সিডি দেওয়া হয়েছে।

১৯ জানুয়ারি সকালে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল দক্ষিণে ইজরায়েল-লেবানন সীমান্ত পর্যন্ত। যাওয়ার পথে গ্রামগুলি ছিল ২০০৬ সালের জুলাই-যুদ্ধের রণাঙ্গণ। কীভাবে এখানকার সাধারণ মানুষ দুর্ধর্ষ ইজরায়েলি সেনার বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াই করে জয়ী হয় সে কাহিনী পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

২৯ জানুয়ারি সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির কলকাতা জেলা সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ

ইউরোপ জুড়ে আছড়ে পড়ছে ছাত্র আন্দোলনের ঢেউ

জার্মানি ঃ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার ফলে পূর্বতন পূর্ব জার্মানির সার্বজনীন শিক্ষাও ভেঙে চুরমার। তাই ১২ নভেম্বর, ২০০৮ বার্লিন থেকে শুরু করে কাসেল, ওল্ডেনবার্গ, ব্রাউন্সভিগ, কিয়েল, পট্‌সডাম, ব্রেমারহাভেন, কোলন, রোস্টক — দেশের প্রায় সর্বত্র তুমুল বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে ছাত্ররা। হুমবোল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল নিয়ে নিয়েছিল প্রায় ২০০০ মানুষ।

২০০৮-এর ১২ জুন বিদ্যালয়গুলিতে প্রতীকী ধর্মঘটের মাধ্যমে আন্দোলনের সূচনা। শিক্ষার বেসরকারীকরণ, শিক্ষা সংকোচন ও শিক্ষার সময় কমিয়ে দেওয়া, অর্থাৎ কার্যত শিক্ষক ও ছাত্রদের ঘাড়ে সিলেবাসের বোঝা চাপানো এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে শিক্ষাকে ক্রমেই কম গুরুত্বের বিষয় করে তোলার প্রতিবাদে সেদিন জমায়েত হয়েছিল প্রায় ২৫ হাজার ছাত্রছাত্রী। এরপর গত অক্টোবর মাস জুড়ে প্রায় সর্বত্র গড়ে ওঠে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সংগ্রাম কমিটি। শিক্ষার অধিকার রক্ষার দায়িত্ব ও শিক্ষা নিয়ে সরকারের এই উদ্দেশ্যমূলক অবহেলার বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু হয়। এই অবস্থার সামনে পড়ে শিক্ষার 'মানোন্নয়নের জন্য' সংবাদপত্রে ব্যাপক প্রচার চালায় সরকার। এর পাশাপাশি 'জার্মান রিপাবলিক শিক্ষা অধিকার' নামে একটি আইন জারি করে সরকার শিক্ষা নিয়ে তার উদ্বেগ দেখাবার চেষ্টা করে। কিন্তু এসবের দ্বারা পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। উল্টে দেখা যায়, বাজারের চাহিদা অনুযায়ী ৫ লক্ষ ডিপ্লোমাধারী তৈরি করার ওপরই জোর দিল সরকার। অথচ স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থা ও স্কুলে স্কুলে টিউশন ফি বৃদ্ধি সম্পর্কে কোনও উচ্চবাচ্য করল না। ঐক্যবদ্ধ ছাত্র ধর্মঘটের বিপদ তারা ভালই বুঝেছিল। কিছু স্কুলের রেক্টর ধর্মঘটকে ছাত্রস্বার্থবিরোধী ও ছাত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিসাবে দেখাতে চেষ্টা করেছিল।

২২ অক্টোবর অ্যাঞ্জেলা মার্কেল 'শিক্ষা সম্মেলন' নামে একটি সভার আয়োজন করেন, যেখানে কোনও সরকারি কর্তাব্যক্তি নয়, উপস্থিত ছিল শুধুই ছাত্র প্রতিনিধিরা। সেখানে তিনি জানান, শিক্ষার উন্নয়নে ২৫ লক্ষ কোটি ইউরো বিনিয়োগ করা হবে ২০১৫ সালে — অর্থাৎ সাত বছর পর। কোথা থেকে আসবে এই বিশাল পরিমাণ অর্থ? কারা বিনিয়োগ করবে? কেউই তা স্পষ্ট করতে পারেনি।

সরকারের কৌশলী ফাঁদে পা দেয়নি ছাত্ররা। প্রশ্ন তুলেছে, কে দেবে এই বিপুল অর্থের জোগান? স্কুলছাত্রদের এই সংগ্রামে সঙ্গী হতে এগিয়ে আসে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও। বার্লিন মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠক স্টেফান নিউমান বলেছেন, বুনিয়াদি শিক্ষা থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত উদারীকরণের এই প্রচেষ্টা ঠেকানো যাবে না, যদি না আমরা স্কুলছাত্র, অধ্যাপক ও শ্রমজীবীদের আন্দোলনের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে পারি।

ইতালি ঃ শিক্ষার বেহাল দশার একই চিত্র ইতালিতেও। ধূমায়িত বিক্ষোভ ফেটে পড়েছে শিক্ষার অবাধ সুযোগের দাবিতে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ; শিক্ষক-অধ্যাপকদের মধ্যেও প্রবল ক্ষোভ। বারলুসকোনি সরকার দেশের আর্থিক সঙ্কটের দোহাই দিয়ে শিক্ষার সুযোগকে ধ্বংস করতে চাইছে।

ফ্রান্স ঃ ওদিকে ফ্রান্সের শিক্ষাব্যবস্থায় অসন্তোষ জমে উঠেছে গত কয়েক মাস ধরে। গত ১৯ অক্টোবর প্যারিসের রাস্তায় দেশের বিভিন্ন সংগঠনের ৮০ হাজার বিক্ষোভকারী সমবেত হয়। এ ছিল শিক্ষক, অধ্যাপক, অভিভাবক এবং স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সম্মিলিত প্রতিবাদ। ক্ষোভের কারণ একাধিক — কর্মক্ষেত্রে শর্তাবলীর অবনমন এবং তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ২০০৯-এর বাজেটে কয়েক লক্ষ পদ বিলোপ করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতির পরিবর্তন, এমনকী বিদ্যালয় পরিচালনার বিষয়টিও সংস্কারের আওতায় টেনে আনার পরিকল্পনা।

অবশেষে ধর্মঘট। রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন প্রায় সমস্ত শিক্ষক। নার্সারি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় — সরকারি ও বেসরকারি, সাধারণ ও বৃত্তিমূলক শাখার শিক্ষকরা সামিল হয়েছিলেন ১৯ তারিখের ধর্মঘটে।

গ্রিস ঃ একদিন গ্রিস থেকেই ইউরোপের নবজাগরণ শিল্প-সংস্কৃতি ও গণতান্ত্রিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। এবার সেই দেশই মানুষের প্রতি তার সেদিনের দায়িত্ববোধকে অস্বীকার করতে

১০ ডিসেম্বর এথেন্সে তুমুল বিক্ষোভ

চাইছে। সাম্প্রতিক কালে নেওয়া জনস্বার্থের পরিপন্থী সিদ্ধান্তগুলো সেটাই প্রমাণ করছে। গোটা শিক্ষাব্যবস্থাটাকেই সরকার তুলে দিতে চাইছে বেসরকারি নিয়ন্ত্রণে। যে দেশে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত অবৈতনিক থাকাটাই ছিল সংবিধানসম্মত অধিকার, সেখানে সংবিধান সংশোধন করে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হচ্ছে বেসরকারি হাতে। ফলে শিক্ষার সামগ্রিক বুনিয়াদটাই ধ্বংস হতে চলেছে।

অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পেনশন দেওয়ার দায়িত্বও সরকার আর নিজের দায়িত্ব বলে মনে করছে না। বহু আন্দোলন, ধর্মঘট এমনকী শ্রমিক-কর্মচারীদের দ্বারা কারখানা কিংবা অফিস বিল্ডিং দখল করে নেওয়ার মতো ঘটনার পরও পেনশন ফান্ড নিয়ে ফাটকা খেলা চলছেই।

ফলে সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ ক্রমেই জমে উঠছিল। তপ্ত পরিবেশ ছিল শুধু একটি স্ফুলিঙ্গের অপেক্ষায়। পুলিশের সঙ্গে জনাকয়েক কিশোর ও তরুণের তীব্র বাকবিতণ্ডার সময় পুলিসের গুলিতে পনেরো বছরের আলেকসান্দ্রোস মারা যায়। সাধারণ মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। ক্ষোভের আগুনে দোকান-বাজার-গাড়ি পুড়তে থাকে। এমনকী ব্যাঙ্ক-অফিসগুলিও বাদ যায় না। হাইস্কুলের ছাত্র সংগঠনের সহায়তায় বুনিয়াদি শিক্ষার ছাত্ররাও ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় উচ্চশিক্ষার ছাত্রদের পাশে। জনজীবনের প্রতিটি স্তর থেকেই প্রতিবাদের ঢেউ তীব্র হয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে সে দেশের প্রচারমাধ্যম আন্দোলনকে হিংসাত্মক বলে প্রচার করতে থাকে। কিন্তু এতে বিভ্রান্ত হয়নি সাধারণ মানুষ, বরং আরও দৃঢ় ও ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। যার পরিণতিতে গত ১০ ডিসেম্বর গোটা গ্রিসে পালিত হয় সাধারণ ধর্মঘট। উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সমস্ত স্তরের ছাত্র, শিক্ষক ও কলকারখানার শ্রমিক-কর্মচারীরাও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নেমেছে আন্দোলনে। গ্রিস এখন গণবিক্ষোভে উত্তাল।

ফলে দেখা যাচ্ছে, শুধু ভারতে নয়, ইউরোপের উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতেও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান সহ জীবনের নিরাপত্তা — সবই আজ আক্রান্ত। এবং দেশে দেশে সাধারণ মানুষ এর বিরুদ্ধে পথে নামছে, বিক্ষোভ সংগঠিত করছে। কারণ, পুঁজিবাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে তার সামনে দ্বিতীয় কোনও রাস্তা নেই। (তথ্যসূত্র ঃ সোলিদ্যার, ২০-১১-০৮ ও ১৮-১২-০৮)

দাবি মানো না হয় গুলি করো

একের পাতার পর

মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের নিয়ে ট্রাইবুনাল গঠন করতে হবে। গভর্নমেন্টের সাহস থাকলে এটা করুক। আমরা দাবি করছি, ২০০৬ সালের বনাধিকার জঙ্গল আইন প্রয়োগ করে জঙ্গলের উপর জঙ্গলবাসীদের অধিকার দিতে হবে।

এ রাজ্যে সম্প্রতি দু'বার চোলাই মদ খেয়ে বহু গরিব মানুষের মৃত্যু ঘটল এবং এ ভাবে চললে আরও মৃত্যু ঘটবে। এক সময় স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়েছিল মাদকদ্রব্য বর্জন দিয়ে। আমাদের রাজ্যে তথাকথিত প্রগতিশীল সরকার ঘোষণা করেছে, মদের দোকান বাড়বে, আয় বাড়াতে হবে। চোলাই মদের ব্যবসা চালাচ্ছে সিপিএম সরকারের পুলিশ, দুষ্কৃতী এবং মাফিয়া চক্র। গরিবদের মেরে তারা এভাবে রোজগার করছে। মরছে গরিব রিক্সাচালক, ঠেলাওয়ালা। আমরা মনে করি, যে এলাকায় এ সব ঘটছে, সেই এলাকার পুলিশ অফিসার ও কাউন্সিলারদের এ ব্যাপারে দায়ী করতে হবে। নিহতদের পরিবার-বর্গকে ৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

নামমাত্র বাসভাড়া কমিয়ে জনগণকে ঠকাল সরকার

একের পাতার পর

এবং এই প্রক্রিয়ায় জনগণের দুর্ভোগকেই দীর্ঘায়িত করতে থাকে। এই অবস্থায় এস ইউ সি আই পেট্রোপণ্যের দাম কমানো সহ ১৮ দফা দাবিতে গত ২২ জানুয়ারি সারা বাংলা সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। সর্বাত্মক সফল এই ধর্মঘট একদিকে কংগ্রেসের চূড়ান্ত জনবিরোধী চরিত্র নগ্ন করে দেয়, অন্যদিকে পেট্রোপণ্যের দাম কমানোর দাবিতে সিপিএমের চূড়ান্ত নিষ্ক্রিয়তাকে প্রকট করে দেয়।

পেট্রোপণ্যের দাম না কমালে জনগণের মধ্যে কংগ্রেসবিরোধী মানসিকতা আরও বাড়বে, ভোটে তার প্রভাব পড়বে — এই অঙ্ক কষেই কেন্দ্রীয় সরকার ২৯ জানুয়ারি পেট্রলে মাত্র ৫ টাকা, ডিজেলে ২ টাকা এবং রান্নার গ্যাসে ২৫ টাকা দাম কমানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। দাম আরও কমানোর অনেক সুযোগ ছিল। বৃহৎ তেল কোম্পানির মালিকদের স্বার্থে কংগ্রেস সরকার তা কমালো না। তাছাড়া যে কেরোসিন তেল গ্রাম-শহরের গরিব মানুষের একমাত্র অবলম্বন তার দাম এক পয়সাও কমালো না। সাংসদরাও কেরোসিনের দাম কমানোর ব্যাপারে পার্লামেন্টে সরব হলেন না।

এদিকে রাজ্যের সিপিএম সরকার চোরের মতো কাউকে না জানিয়ে পেট্রল ও ডিজেলে ৫ শতাংশ হারে বিক্রয়কর বাড়িয়ে দিল। ফলে অন্যান্য রাজ্যে পেট্রলের দাম ৫ টাকা কমলেও পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কমল মাত্র ৩ টাকা ১১ পয়সা। একইভাবে অন্যান্য রাজ্যে ডিজেলের দাম ২ টাকা কমলেও সিপিএমের গুণে এ রাজ্যে কমল মাত্র ৭১ পয়সা। এখন আবার চাতুরি ধরা পড়ে যাওয়ায় তারা ডিজেলে মাত্র ১.০৭ শতাংশ কর কমিয়ে বড় গলায় প্রচার করছে যেন তারা কর কমাচ্ছে। আসলে ৫ শতাংশ বাড়াতে না পেরে, তারা প্রায় চার শতাংশ বাড়াচ্ছে। এটাই সত্য। আবার ডিজেলের এই সামান্য দাম কমাকে অজুহাত করেই সরকার বাসভাড়া যা কমাল, তা নামমাত্র, জনসাধারণের সঙ্গে প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রথম স্টেজে সবচেয়ে বেশি মানুষ যাতায়াত করলেও, সেই স্টেজে ভাড়া কমানো হল না। দ্বিতীয় স্টেজকে ভেঙে দু'টি স্টেজ করা হয়েছে। এর আগে ভাড়া বাড়ানোর সময়ে ৪-৬ কিমি এবং ৬-৮ কিমি স্টেজ দু'টিকে জুড়ে একটি স্টেজে পরিণত করা হয়েছিল। অথচ এখন, যখন ভাড়া কমানোর প্রশ্ন উঠল, তখন আবার সেই স্টেজ দু'টি ফিরিয়ে এনে ৬.০০ টাকা থেকে যথাক্রমে ৫.০০টাকা ও ৫.৫০ টাকা করা হল। এটা জনসাধারণের সঙ্গে ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কী হতে পারে! এইভাবে সিপিএম সরকার অল্প হলেও তেলের দাম কমার সুবিধাটুকু বাস মালিকদের পকেটে ঢোকার ব্যবস্থা করে দিল, বঞ্চিত হল সাধারণ মানুষ। অর্থাৎ কংগ্রেস পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার তেল কোম্পানিগুলির স্বার্থ রক্ষা করছে, আর সিপিএম পরিচালিত রাজ্য সরকার বাস মালিকদের স্বার্থ দেখছে।

ডিসেম্বর এবং জানুয়ারিতে দু'দফায় পেট্রলে ১০ টাকা এবং ডিজেলে ৪ টাকা দাম সর্বভারতীয় স্তরে কমল। এর ফলে পণ্য চলাচলের খরচ অনেকটাই কমবে। স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত জিনিস-পত্রেরই দাম কমানো সম্ভব। কেন্দ্রীয় সরকার যদি জনস্বার্থের কথা ভাবে তাহলে এই সময়েই সমস্ত জিনিসপত্রের দাম কমানো উচিত। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের এখনও এ ব্যাপারে কোন চিন্তাভাবনা লক্ষ করা যাচ্ছে না। জনস্বার্থের কথা কংগ্রেসকে ভাবাতে বাধ্য করার জন্য জনসাধারণের সামনে আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

পেট্রোপণ্যের দাম আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কমানো এবং বাসের ভাড়া ২ টাকা করার দাবিতে ২৯ জুন এস ইউ সি আই-এর মহিলা কর্মীরা ধর্মতলায় বিক্ষোভ দেখান। গ্যাস সিলিন্ডারের প্রতীক পোড়ানো হয়। প্রতীক সিলিন্ডারে অগ্নি সংযোগ করেন কমরেড কল্পনা দত্ত। রাজভবনের সামনে তুমুল বিক্ষোভ চলে। পুলিশ সেখান থেকে ৮ জনকে গ্রেপ্তার করে। এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, যেখানে অন্যান্য রাজ্যে প্রথম স্টেজের ভাড়া ১ টাকা থেকে ৩ টাকা, সেখানে সিপিএম সরকার প্রথমে স্টেজে ৪ টাকা রেখে পরবর্তী স্টেজে নামমাত্র কমিয়ে জনসাধারণকে ঠকাল। যেমন কেন্দ্রীয় সরকার সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের স্বার্থে তেল কোম্পানিগুলিকে বিপুল লাভের সুযোগ তৈরি করে দিয়ে পেট্রল, ডিজেল ও গ্যাসের দাম নামমাত্র কমানোর কথা ঘোষণা করেছে।

নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামা
প্রত্যাশা ও বাস্তব

৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৪তম রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন বারাক হুসেন ওবামা। পূর্বতন রাষ্ট্রপতি বহুনিন্দিত জর্জ বুশের হাত থেকে তাঁর হাতে দেশের ক্ষমতা হস্তান্তরও সম্পন্ন হয়ে গেছে ২০ জানুয়ারি। এই প্রথম সেই দেশে রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ নিলেন একজন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ। যে দেশের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাসই স্থানীয় ও কালো চামড়ার মানুষের নিরন্তর নির্মম শোষণের এক দীর্ঘ কাহিনী, সে দেশের পক্ষে এই ঘটনা অবশ্যই অভিনব। অন্তত সারা পৃথিবীর এক বিশাল অংশের মানুষের প্রাথমিক অভিমত তাই। কিন্তু সত্যিই কি তা কোনও বিরাট পরিবর্তনের সূচক? সত্যিই কি রাষ্ট্রপতির গায়ের চামড়ার রঙ কালো হওয়ার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় নীতি পরিবর্তনের কোনও ইঙ্গিত পাওয়া সম্ভব? এই নতুন রাষ্ট্রপতি আসলে কাদের স্বার্থবাহী, সেটা বুঝতে শুধু তাঁর গায়ের কালো চামড়াতেই দৃষ্টি আবদ্ধ হয়ে গেলে বোধহয় আসল সত্যটা দৃষ্টির বাইরেই থেকে যাবে। অন্তত প্রাক্তন পররাষ্ট্র সচিব কৃষ্ণাঙ্গ কন্ডোলিজা রাইসের অভিজ্ঞতা তো তাই বলে।

গত ৮ বছর ধরে বুশ প্রশাসনের কার্যকলাপের ফলে আসলে সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা বাইরের পৃথিবীরও এক বিরাট সংখ্যক মানুষ পরিবর্তনের আশায় এক প্রকার মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। ওবামার 'পরিবর্তনের' স্লোগানে তাঁরা শান্তি ও গণতন্ত্রের এক দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ছায়া দেখতে পান। তাই তাঁরা একরকম দু'হাত তুলেই এই নতুন রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানান। রাষ্ট্রপতি পদে ওবামার জয়ের ঘোষণায় আমেরিকার নিপীড়িত কৃষ্ণাঙ্গ জনগণ আনন্দে উদ্বেল হয়েছিল। অভিষেকের দিন ১০ লক্ষ মানুষের রেকর্ড সমাবেশ ঘটেছিল। এসবই পরিবর্তনের নিদারুণ আশা ও আকাঙ্ক্ষারই পরিচয়। কিন্তু সত্যিই কি নতুন ওবামা প্রশাসন তাঁদের প্রত্যাশার কোনও মূল্য দিতে পারবে?

নির্বাচনে ওবামার এই সাফল্যের পিছনে অন্যতম কারণই হল মধ্যপ্রাচ্য, বলকান এবং পৃথিবীর অন্যান্য বহু প্রান্তে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ অনুসৃত আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ। এর পাশাপাশি নির্বাচনের ঠিক আগে মার্কিন অর্থনীতিতে যে বিশাল ধস নামে, তাও ওবামার সাফল্যের পিছনে এক অন্যতম কারণ হিসাবে কাজ করে। অর্থাৎ সেই অর্থে ওবামার নির্বাচনী সাফল্য সাধারণ মার্কিন নাগরিকদের প্রবল যুদ্ধবিরোধী পরিবর্তনকামী মনোভাবেরই প্রতিফলন। নয়া উদারনৈতিক আক্রমণ, জাতি ও বর্ণবিদ্বেষ ও দারিদ্রের বিরুদ্ধে তাদের সাধারণ মনোভাবও এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু ওবামার নির্বাচনী সাফল্যের পিছনে কি এইগুলিই একমাত্র কারণ? নাকি আসলে ওবামা মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিরই প্রতিনিধি?

প্রবল অর্থনৈতিক সংকটে হাবুডুবু খেতে থাকা, ইরাক ও আফগানিস্তানে যুদ্ধের স্বখাত সলিলে ডুবন্ত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এখন মরিয়া প্রয়োজন ছিল নিজের একটা ভাল ভাবমূর্তি খাড়া করার, যাতে সেই নতুন মুখোশের আড়ালে তাদের যুদ্ধ ও শোষণের যন্ত্রকে আগের মতোই চালিয়ে যেতে পারে। সেইজন্যই তাদের দরকার ছিল ওবামার মতো কোনও নতুন মুখের, যাকে দিয়ে জনগণের ঐ বিক্ষোভকে প্রশমিত করা যায়। এই দিক থেকে দেখলে ওবামার এই নির্বাচনী সাফল্য আসলে মার্কিন বৃহৎ পুঁজির চাহিদারই প্রতিফলন, যেটাকে তারা জনগণের পরিবর্তনকামী চাহিদার সাথে মিলিয়ে 'গণতন্ত্রের জয়' বলে লাগাতার প্রচার করছে। এর দ্বারা তারা মার্কিন অর্থনীতিকে কিছুটা চাঙ্গা করে তোলার মধ্য দিয়ে নিজেদের উপর চাপ কিছুটা কমাবার আশা করছে। আর এর পাশাপাশি এই মুহূর্তে তাদের লক্ষ্য নিজেদের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থান কিছুটা পরিবর্তন করে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির সাথে কিছুটা খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা। কারণ যে প্রবল অর্থনৈতিক মন্দার কবলে পড়ে তারা এখন হাঁসফাঁস করছে, তাতে একটু নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্যও তাদের এখন এটাই প্রয়োজন। তাই ওবামার নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যেটুকু পরিবর্তন আসা বাস্তবে সম্ভব, তার সুফল আসলে পাবে ঐ মার্কিন পুঁজিপতিশ্রেণীই। সাধারণ মানুষের সেখানে ঠাঁই পাবার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। নির্বাচনী প্রচারের সময় ওবামার স্লোগানই ছিল, 'আমরা পরিবর্তন চাই'। তা কী ধরনের পরিবর্তন?

ওবামা ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন, ২০১১ সালের আগে ইরাক থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার করার কোনও পরিকল্পনাই তাঁর নেই। পাশাপাশি তিনি ন্যাটোর শক্তি বাড়ানোর পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন এবং আফগানিস্তানে মার্কিন দখলদারি যুদ্ধ পরিচালনার উদ্দেশ্যে ইউরোপকে আরও বেশি সমর্থন যোগাতেও অনুরোধ জানিয়েছেন। তার সঙ্গে তিনি এও দাবি করেছেন যে, তথাকথিত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধকে আরও সম্প্রসারিত করতে হবে এবং নয়া উদারনীতিবাদের কর্মসূচীকেও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপ তাঁর আমলেও আগের মতোই একইভাবে পরিচালিত হবে। সেখানে কোনওরকম পরিবর্তনের কোনও ইঙ্গিত এখনও তাঁর বক্তব্যে দেখা যাচ্ছে না।

আমরা যদি ওবামার মন্ত্রীসভার দিকে একবার তাকাই, তাহলে বুঝতে পারব, সেখানেও নতুন বোতলে পুরনো মদই আবার পরিবেশিত হতে চলেছে। পরিবর্তন সেখানে বোধহয় শুধুই দুরাশা মাত্র। তাঁর এইসব মন্ত্রীরা কারা? তাঁর নতুন ক্যাবিনেটের মধ্যে স্থান পাচ্ছেন জো বিডেন। ইনি বুশের ইরাক আক্রমণের সিদ্ধান্তের ছিলেন এক সোচ্চার সমর্থক। এঁর পরেই রয়েছেন তাঁর নতুন চিফ অফ স্টাফ রাম ইমানুয়েল। এই ব্যক্তিটির মতে বুশ ছিলেন প্যালেস্তিনীয়দের টিট করার পক্ষে 'বড্ড নরম মনের মানুষ।' ওবামার প্রস্তাবিত নতুন সেক্রেটারি অফ ডিফেন্স হলেন রিচার্ড হলব্রুক। ইনি যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে মার্কিন সমরাভিযানের একজন প্রধান কারিগর ছিলেন। পল ফোলকার বোধহয় অর্থনীতির দায়িত্ব পেতে চলেছেন। নয়া-উদারনীতিবাদের ইনি একজন প্রধান হোতা। ৮০'র দশকের প্রথম দিকে নয়া উদারনীতিবাদের উত্থানের সময় ইনি ছিলেন তার প্রধান পরিকল্পনাকারদের মধ্যে একজন। এরপর আসবেন রবার্ট রুবিন। ইনি রাষ্ট্রপতি ক্লিন্টনের আমলে দেশের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের বেসরকারীকরণের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য রূপকার ছিলেন। তার সুফল তো মার্কিন নাগরিকরা এই ভয়াবহ আর্থিক মন্দার মধ্য দিয়ে হাড়েহাড়ে টের পাচ্ছেন। তা হলে দেখা যাচ্ছে, নতুন রাষ্ট্রপতি ওবামার ক্যাবিনেট বুশ ও ক্লিন্টনের ক্যাবিনেটের পুরনো মাথাদের নিয়েই ভর্তি। এই নতুন ক্যাবিনেট যে কী ধরনের পরিবর্তন আনতে পারে, তা পাঠক নিশ্চয় বুঝতে পারছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস ঘাঁটলে এমন অনেক উদাহরণই মেলে। যখন কোনও রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে জনগণ সবচেয়ে বেশি আশা করেছে, তাঁদের হাত দিয়েই এমন সব সিদ্ধান্ত রূপায়িত হয়েছে, যা দেশ তথা বিশ্বকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে। যেমন কেনেডি, ভিয়েতনামের যুদ্ধকে তিনি সম্প্রসারিত করেন ও মার্কিন দেশকে এক বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেন। এরপরে আমরা পাই ক্লিন্টনকে। তাঁর কাছেও জনগণের প্রত্যাশা ছিল অনেক। কিন্তু যুগোশ্লাভিয়া ও সোমালিয়ায় মার্কিন যুদ্ধাভিযান তাঁর আমলেই শুরু হয়। বাস্তবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আজ এক ভয়ঙ্কর কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই চলছে। সবদিক থেকেই এখন তার পতনের সময়। তাই বিশ্বে মার্কিন প্রাধান্যকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে তারা আজ মরিয়া। তারা এখন এক নতুন ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আর এই কাজে আজ ওবামাই তাদের ভরসা। ওবামার হাত ধরেই তারা এই সঙ্কটময় অবস্থান থেকে উঠে দাঁড়াতে চায় এবং বিশ্বজুড়ে শোষণ এবং সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও দখলদারি আগের মতোই চালিয়ে যেতে চায়। ওবামাকে একাজে তাদের দরকার এক মনোহর মুখোশ হিসাবে। আর রাষ্ট্রপতি হিসাবে ওবামার প্রথম ঘোষণা বা নতুন ক্যাবিনেটের চেহারা অন্তত ইঙ্গিত করে, তিনিও মূলগতভাবে সেদেশের পূর্বতন রাষ্ট্রপতিদের পথই অনুসরণ করতে চলেছেন। ফলে তাঁকে ঘিরে পরিবর্তনের স্বপ্ন অচিরেই আশাভঙ্গে পরিণত হতে বাধ্য। আসলে রাজনীতিতে ব্যক্তির ভূমিকা নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তা কখনওই একটি দেশের আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ও শ্রেণীবিভক্তির বাইরে বা ঊর্ধ্বে যেতে পারে না। মার্কিন সরকারের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র ও ভূমিকা কোনও একজন বা দু'জন রাষ্ট্রপতির দ্বারা নির্ধারিত হয় না, হয় পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বাধ্যতা থেকে। এই মূল জায়গায় ভুল করলে, জনগণ ঠকতে বাধ্য।

উত্তর ২৪ পরগণা

বিড়ি শ্রমিকদের ডি এম অফিস অভিযান

উত্তর ২৪ পরগণা জেলা বিড়ি শ্রমিক সমন্বয় কমিটির পক্ষ থেকে ১৩ জানুয়ারি ডিএম অফিস অভিযান করা হয়। জেলার বেশিরভাগ শ্রমিক অর্ধেকেরও অনেক কম মজুরি পান। হাসনাবাদে আন্দোলনের চাপে মালিকরা ৬০ টাকা মজুরি দিতে বাধ্য হয়। কিছুদিন মজুরি দেওয়ার পর মালিক ও এজেন্টরা বাইরে থেকে বিড়ি এনে প্রথমে শ্রমিকদের কাজ কমানো শুরু করে এবং পরে ৫ টাকা মজুরি কমায়। এর বিরুদ্ধে সারা জেলার শ্রমিকরা আন্দোলন শুরু করে। সরকারি আইন থাকা সত্ত্বেও উত্তর ২৪ পরগণা জেলার অধিকাংশ শ্রমিকই প্রভিডেন্ট ফান্ড, বোনাস, লগবুক থেকে আজও বঞ্চিত। জেলায় ১ লক্ষের বেশি শ্রমিক থাকা সত্ত্বেও বিড়ি শ্রমিক কল্যাণ দপ্তরের একটি মাত্র স্ট্যাটিক-কাম-মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট আছে। উপরোক্ত সমস্যা সমাধান সহ ১০ দফা দাবিতে প্রায় সহস্রাধিক বিড়ি শ্রমিক ডিএম দপ্তরে ডেপুটেশনে সামিল হয়। জেলা বিড়ি শ্রমিক সমন্বয় কমিটির সভাপতি চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য, সম্পাদক অশোক দাস সহ ৮ জনের প্রতিনিধি দল জেলাশাসকের অনুপস্থিতিতে অতিরিক্ত জেলাশাসকের হাতে স্মারকলিপি প্রদান করে আলোচনা করেন। অবিলম্বে দাবিগুলি মানা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার অঙ্গীকার করেন উপস্থিত বিড়ি শ্রমিকরা।

উত্তর দিনাজপুর

রায়গঞ্জে রোকেয়া স্মরণ

মহীয়সী রোকেয়া সাখাওয়াত স্মরণে ১৬ ডিসেম্বর উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের সহ সভানেত্রী আফরুজা বেগম। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন মামণি সন্ন্যাসী। জেলা সম্পাদিকা কমরেড শিপ্রা কর্মকার রোকেয়ার জীবন সংগ্রাম সম্পর্কে আলোচনা করেন। মূল বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড ভারতী রায়। তিনি বলেন, নারীকে যথার্থ মর্যাদাবোধ সম্পন্ন সচেতন নারী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য রোকেয়া সমস্ত জীবনব্যাপী নারী শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করে গেছেন। তিনি রোকেয়ার জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে মা-বোনেদের সামাজিক দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

পুরুলিয়া

অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি-র ডেপুটেশন

অত্যাবশ্যক পণ্যের দাম কমানো, পেট্রোল-ডিজেল-কেরোসিন-রান্নার গ্যাসের মূল্যহ্রাস, মজুরদের ৮ ঘণ্টা কাজের অধিকার রক্ষা, ন্যূনতম মজুরি প্রদান, কর্মীসংকোচনকারী পদক্ষেপ প্রত্যাহার, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের পি এফ এবং পেনশন স্কিমের মত সামাজিক সুরক্ষা প্রদান, ঠিকা ও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ রদ, শূন্যপদে লোক নিয়োগ, পুরুলিয়া জেলায় খরা সমস্যার সমাধান, পুরুলিয়ার অকৃষি জমিতে কর্মমুখী শিল্পস্থাপন, শিল্পের উদ্দেশ্যে অধিগৃহীত জমির জমিহারা পরিবারের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও পরিবারপিছু একজনের চাকরি, বেহাল রাস্তাঘাট সারাই ও নতুন সড়ক নির্মাণ সহ শ্রমিক-কর্মচারী-সাধারণ মানুষের জীবনের নানা জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানের দাবিতে অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি-র পুরুলিয়া জেলা কমিটির আহ্বানে পুরুলিয়া শহর ও রঘুনাথপুরে অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনারের কাছে ১২ জানুয়ারি ডেপুটেশন দেওয়া হয়। পুরুলিয়া শহরে এই ডেপুটেশনের কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড এস কে সিন্‌হা এবং রঘুনাথপুরে জেলা সভাপতি কমরেড ডি কে মুখার্জী।

মুর্শিদাবাদ

জেলাশাসকের দপ্তরে এম এস সি-র ডেপুটেশন

বহরমপুর সদর ও নিউ জেনারেল হাসপাতাল সহ জেলা হাসপাতালগুলিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা, হাসপাতালগুলিতে ডাক্তার, নার্স ও প্যারা মেডিকেল স্টাফের শূন্যপদে নিয়োগ, শিশুদের আই সি ইউ বিভাগ খোলা, গ্রামীণ চিকিৎসকদের সঠিক প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে নিয়োগ, হোমিও ডাক্তারদের পঞ্চায়েতে নিয়োগ প্রভৃতি ১০ দফা দাবিতে ১৫ জানুয়ারি মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির উদ্যোগে মুর্শিদাবাদ জেলাশাসকের দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীরা বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক ডাঃ রবিউল আলম, অবনীশ সিন্‌হা, ডাঃ সইদুল ইসলাম, ডাঃ জহিরুদ্দিন ও ডাঃ এম এ সবুর। ডি এম-এর অনুপস্থিতিতে ডেপুটেশন নেন অতিরিক্ত জেলাশাসক। দাবিগুলির প্রতি সহমত পোষণ করে এ ডি এম অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন। ডেপুটেশন ও বিক্ষোভ মিছিলে এম এস সি-র সর্বভারতীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ডাঃ তরুণ মণ্ডল উপস্থিত ছিলেন।

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2007-09
P. R.(Fgn) No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/FGN - 028/2007-09

গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এস ইউ সি আই-এর বৈঠক

গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার আমন্ত্রণে এস ইউ সি আই-এর বিশিষ্ট নেতা কমরেড মানিক মুখার্জীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল ২৯ জানুয়ারি কালিম্পং মহকুমার গরুবাথানে মোর্চা সভাপতি বিমল গুরুং সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও পার্বত্য এলাকার কিছু বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেয়। আলোচনায় কমরেড মানিক মুখার্জী বলেন, সমতলের সাধারণ মানুষের মতোই পাহাড়ের মানুষও দুর্দশাগ্রস্ত। সমতলে তবুও যতটুকু উন্নয়ন হয়েছে, পাহাড়ে তাও হয়নি। ফলে নানা সমস্যায় পাহাড়ের জনগণ জর্জরিত। কিন্তু তারা জানে না যে, এর জন্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থা দায়ী। এই শোষণ বঞ্চনা থেকে মুক্তির জন্য তারা যে লড়াই করছে তাকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তারা জানে না যে, আলাদা গোর্খাল্যান্ড রাজ্য গঠনের মধ্য দিয়ে এই সমস্যা থেকে মুক্তি মিলবে না। কমরেড মুখার্জী ঝাড়খণ্ড রাজ্যের উদাহরণ দিয়ে বলেন যে, আলাদা রাজ্য হওয়ার পরও সেখানে মানুষ শোষক ও শোষিত — এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এবং সাধারণ আদিবাসী, ভূমিপুত্রদের চরম বঞ্চনার দ্বারা পুঁজিপতিদের স্বার্থই রক্ষিত হচ্ছে। ঝাড়খণ্ডের মতোই পাহাড়ের গরিব সাধারণ মানুষের স্বার্থে আজ প্রয়োজন পুঁজিবাদের স্বার্থরক্ষাকারী কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে জনগণের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে সর্বস্তরের মানুষের ঐক্যবদ্ধ, লাগাতার গণআন্দোলন। আলাদা রাজ্য নয়, এই গণআন্দোলনের পথেই শোষিত মানুষের সচেতন গণকমিটি গড়ে তুলে পুঁজিবাদ উচ্ছেদের মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান সম্ভব। ছোট রাজ্য গঠনের আরও কিছু নেতিবাচক দিক তুলে ধরে পানীয় জল, বেকারি, বিদ্যুৎ, কর্মসংস্থান, বন্ধ চা-বাগান খোলা, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ইত্যাদি দাবির ভিত্তিতে পাহাড়, সমতল সর্বত্র ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি মোর্চা নেতৃত্বকে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, পাহাড়, সমতল সর্বত্রই প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই মতপ্রকাশের অধিকার আছে। সরকার বা কোনও রাজনৈতিক দলেরই অপরের মতপ্রকাশের গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করা অনুচিত। প্রতিনিধিদলের অন্যদের মধ্যে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেডস গোপাল কুণ্ডু, তপন ভৌমিক, গৌতম ভট্টাচার্য, শঙ্কর পাল প্রমুখ।

২৯ জানুয়ারি বাসভাড়া ও রান্নার গ্যাসের দাম কমানোর দাবিতে রাজভবনের সামনে বিক্ষোভ

সমস্যা সমাধানের দাবিতে পিটিটিআই ছাত্রদের বিক্ষোভ কর্মসূচি

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ ছাত্র সমিতির যুগ্মসম্পাদক প্রবীর ঘোষ ও অশোক রুদ্র ২৯ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীন এনসিটিই-র প্রয়োজনীয় অনুমোদনহীনতা সংক্রান্ত পিটিটি মামলাটি দীর্ঘ তিন বছর কলকাতা হাইকোর্টে বিচারাধীন অবস্থায় ছিল। গত ১-১০-০৮ তারিখে কলকাতা হাইকোর্ট রাজ্যের ১৩৮টি পিটিটিআই থেকে প্রাপ্ত শংসাপত্রকে অবৈধ হিসাবে গণ্য করার রায় দেয়। রায়দানের ১১৮দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে পিটিটি সমস্যা সমাধানের কোনও স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলেনি।

তাঁরা সংগঠনের তরফ থেকে বারংবার শিক্ষামন্ত্রী, বিদেশমন্ত্রী, মানবউন্নয়ন মন্ত্রী এবং রাজ্যপাল ও প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিদেশমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও আজও পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা নেননি। জেলার ডিপিএসসিগুলি থেকে সর্বশিক্ষা অভিযানের নাম করে কিছু পার্শ্বশিক্ষক নিয়োগ করতে চলেছে রাজ্য সরকার। এর দ্বারা প্রশিক্ষণরত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের অন্ধকারে ঠেলে দেওয়ার একটি সুপরিকল্পিত উপায় বের করেছে তারা।

এরই প্রতিবাদে ৫ ফেব্রুয়ারি সমস্ত জেলার চেয়ারম্যান অফিসে ছাত্রছাত্রী বিক্ষোভ এবং ১২ ফেব্রুয়ারি বেলা ১২টায় করুণাময়ীতে জমায়েত হয়ে সল্টলেকের বিকাশ ভবন ঘেরাওয়ের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

হেড়োভাঙায় মোটরভ্যান চালক সম্মেলন

১৩ জানুয়ারি মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের ক্যানিং ও কুলতলি থানা শাখা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল হেড়োভাঙা বাজারে। শতাধিক প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। পুলিশ-প্রশাসনের দমন-পীড়নের মর্মান্তিক ঘটনা তাঁরা তুলে ধরেন। কমল লস্কর, রতন প্রামাণিক, মোরসেলিম মণ্ডল, মনছুর লস্কর, করেজ মোল্লা, গোবিন্দ হাজরা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি কমরেড সুজিত ভট্টশালী এবং এ আই ইউ টি ইউ সি দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক কমরেড প্রজাপতি খালুয়া। কমরেড সুজিত ভট্টশালী বলেন, রাজ্যে প্রায় ৭৫ হাজার গ্রামীণ গরিব মানুষ এই পেশায় যুক্ত। কিন্তু এঁদের বৈধ লাইসেন্স দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার করেনি। উপরন্তু পুলিশ প্রশাসন এই ভ্যানচালকদের মিথ্যা কেস দিয়ে ফাঁসিয়ে দিচ্ছে।এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি রাজ্যব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। আমিরুল সরদারকে সভাপতি, দীনু আক্তার সেখকে সম্পাদক, সাইফুদ্দিন সেখকে সহ-সভাপতি এবং রেজাউল হালদারকে কোষাধ্যক্ষ করে ২৮ জনের কমিটি গঠিত হয়।

লিংডো কমিটির সুপারিশের বিরুদ্ধে ছাত্রদের পদযাত্রা

লিংডো কমিটির সুপারিশ কার্যকর করার মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ক্রমে ক্রমে ছাত্রদের ছাত্রসংসদ নির্বাচনের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করছে শুধু নয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করছে। এর প্রতিবাদে এ আই ডি এস ও-র পক্ষ থেকে ২৩-২৯ জানুয়ারি ছাত্রদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সপ্তাহ পালন করা হয়।

লিংডো কমিটি সুপারিশ করেছে, ছাত্রসংসদ নির্বাচনে কোনও ছাপানো পোস্টার-লিফলেট করা যাবে না, ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা অতিক্রম করে গেলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা যাবে না, এমনকী কর্তৃপক্ষ 'ইলেকশন'-এর পরিবর্তে সংসদ পদাধিকারীদের 'সিলেকশন' করতে পারবে। এই অন্যায়, অগণতান্ত্রিক সুপারিশগুলি রাজ্যে রাজ্যে কার্যকর করছে বিভিন্ন সরকার। এ রাজ্যেও সিপিএম সরকার একই কাজ করছে। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি কলেজ সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লিংডো কমিটির সুপারিশ কার্যকর করা হচ্ছে। ছাত্র আন্দোলন ধ্বংস করাই যে এই সুপারিশের উদ্দেশ্য, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

লিংডো কমিটির এই অন্যায়, অগণতান্ত্রিক ছাত্রস্বার্থবিরোধী সুপারিশের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে আন্দোলন গড়ে তুলছে এ আই ডি এস ও। ২৯ জানুয়ারি স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজ পর্যন্ত একটি পদযাত্রার আয়োজন করে এ আই ডি এস ও। প্রেসিডেন্সি কলেজ গেটে অনুষ্ঠিত ছাত্রসভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের কলকাতা জেলা সভাপতি কমরেড মলয় পাল। বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক কমরেড অংশুমান রায় এবং রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড বনমালী পণ্ডা।

অসহনীয় রেলযাত্রার প্রতিকারের দাবিতে পরিচারিকাদের আন্দোলন চলছে

শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার লক্ষ্মীকান্তপুর, ক্যানিং ও ডায়মন্ডহারবার লাইনে ট্রেনে যাতায়াত কী ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে, তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। লক্ষ্মীকান্তপুর পর্যন্ত সিঙ্গল লাইন ও ট্রেনের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম হওয়ায় সেগুলিতে অমানুষিক ভিড়, ফলে দুর্ঘটনা যাত্রীদের নিত্যসঙ্গী। মহিলাদের যাতায়াত প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে।

এই অসহনীয় অবস্থার প্রতিকারের দাবিতে সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা শাখা লাগাতার আন্দোলনে নেমেছে। ২৭ ডিসেম্বর থেকে ১৬ জানুয়ারি গোচরণ, দঃ বারাসত, বহড়ু, মধুরাপুর, হোগলা হল্ট, জয়নগর-মজিলপুর প্রভৃতি স্টেশনে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রতিদিন ৪০-৫০ জন পরিচারিকা অনাহার-অভুক্ত অবস্থায় অক্লান্তভাবে জনসভা ও স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছেন।

সামাজিক আন্দোলনে পরিচারিকাদের এই নিষ্ঠা ও সংগ্রামী ভূমিকা দেখে সর্বস্তরের হাজার হাজার রেলযাত্রী উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে এসেছেন এবং স্বাক্ষর করেছেন।

ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো,ডবল লাইন করা, ১২ বগি ট্রেন, জয়নগর-মজিলপুর থেকে লোকাল ট্রেন, লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে শাটল ট্রেন, টিকিট কাউন্টার বাড়ানো, স্টেশনগুলিতে ব্যবহারযোগ্য শৌচাগারের ব্যবস্থা ও সহজ নিয়মে পরিচারিকাদের টিকিট দেওয়া প্রভৃতি ৮ দফা দাবিতে সংগৃহীত হাজার হাজার স্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপত্র অবিলম্বে রেল কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা হবে। সমিতির জেলা কমিটির পক্ষ থেকে পুষ্প পাল জানিয়েছেন, জনগণের দাবি উপেক্ষিত হলে পরিচারিকারা দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য হবেন।

হাওড়ার শ্যামপুরে সারের কালোবাজারির বিরুদ্ধে ৩১ ডিসেম্বর কৃষকদের সাইকেল মিছিল

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci.in